Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

নতুনদের জন্য একদম শুরু থেকে অনলাইনে আয় গাইডলাইন।

পর্ব-০১

বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া হয়েছে। কোন রুপ এডিট কিংবা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

একমাত্র কপিরাইট- http://it-bari.com

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

বইটি সম্পর্কে-

অনলাইনে নিয়ে অনেকের মাঝেই অনেক আগ্রহ রয়েছে, কিন্তু সঠিক গাইডলাইন না থাকার কারনে সবাই সফল হতে পারে না। অথচ একটু দিক নির্দেশনা দিলেই কিন্তু তরুণরা তাদের পড়াশুনা অথবা যে কেউ তাদের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি অনলাইনে কাজ করে আয় করতে পারে। ঠিক এই লক্ষ্যকেই সামনে রেখে আইটি বাড়ি আপনাদের জন্য তৈরী করেছে অনলাইনে আয়ের গাইডলাইন ই-বুক। এই বইটির কপিরাইট একমাত্র **it-bari.com** এর। বইটি সর্ম্পূণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য তৈরী। কোন রুপ বিক্রয় নিষিদ্ধ।

বইটি আপনাকে একদম শুরু থেকে অনালাইনে আয় সম্পর্কে ধাপে ধাপে যাবতীয় বিষয় সমূহ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রদান করবে। এতে করে আপনি অনালাইনে আয়ের উপর একদম পরিষ্কার ধারনা পাবেন। এটি কিন্তু নতুনদের জন্য। তবে যারা পুরাতন তারাও পড়তে পারেন কারন এতে কাজ নিয়ে কিছু টিপস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা আপনার কাজেও লাগতে পারে। বইটির ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। বইটি সম্পর্কে যে কোন মতামত সব সময় কাম্য।

বোঝার সুবিধার বইটিকে অনেক গুলো অংশে ভাগ করা হয়েছে।

বিশেষ নিবেদন-

http://it-bari.com

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সর্ম্পূণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

অনলাইনে আয় গাইডলাইন

প্রারম্ভিক কিছু কথাঃ

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই মহান আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে ভাল আছেন। আমিও তাঁর রহমতে আলহামদুলিল্লাহ্ অনেক ভাল আছি। র্বতমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। এ যুগে এখন আমাদের মত স্বল্প আয়ের দেশেও এসেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। তবে এ বিপ্লব কিন্তু এনে দিয়েছে ইন্টারনেট। আর এই ইন্টারনেট এর উন্নয়নের সাথে সাথে দিনকে দিন বদলে যাচ্ছে দেশের চেহারা। গান শুনার মত একটি ছোট্ট ব্যাপার থেকে চিকিৎসা সেবার মত কাজও এখন অতি সহজেই হয়ে যাচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। কি হয় না ইন্টারনেটে? সব কিছুই সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমরা একটু পিছিয়ে থাকলেও কিন্তু খুব দ্রুত গতিতেই ঘটছে এ দেশে ইন্টারনেটের প্রসার। আর এই ইন্টারনেটই এখন হয়ে উঠেছে র্বতমান বিশ্বের লাখ লাখ মানুষের র্কমস্থল। লাখ লাখ বললে বোধ হয় ভুল হবে, ইন্টারনেটে আয় করেই জীবন চালাচ্ছেন এমন লোকের এই হিসাবটা এতদিনে হয়ত কয়েক কোটিতে গিয়ে পৌঁছেছে। তবে আশার কথা এই যে, আমাদের দেশের এই ক্ষেত্রে অগ্রগতিটা খুবই দ্রুত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মানুষ অনলাইনে আয়ের দিকে অনেক বেশি পরিমানে ঝুকে চলছে। এতে কিন্তু রয়েছে এক বিশাল সম্ভাবনার দুয়ার।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

অনলাইনে কি সত্যিই আয় করা সম্ভব ?

এক কথায় যদি উত্তর দিতে হয় তবে বলব, হ্যাঁ অবশ্যই। অনলাইনে আয় নিয়ে অনেক গুঞ্জন এবং অনেক রূপকথাও রয়েছে। হাসছেন?? হাসারই তো কথা, যদিও অনলাইনের ব্যাপারে রুপকথার কথা শুনলে হাসি পায়, তথাপি কথাটা কিন্তু বাস্তব। এই রকম কথা বলার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। কারণটা এখন বলব না। একটু পরে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কেন আমি এই কথা বলেছি। যাই হোক অনলাইনে আয় কিন্তু সত্যিই সম্ভব। এটা অবাস্তব কোন কিছু নয়। এখানে আপনার কোন সার্টিফিকেট এর দরকার নেই। আপনাকে জানতে হবে কাজ। শুধুমাত্র কঠিন ইচ্ছাশক্তি থাকলে
আপনিও হয়ে উঠতে পারেন একজন অনলাইনে আয় এক্সপার্ট। বিস্তারিত ভাবে ধাপে ধাপে জানতে পারবেন।

অনলাইনে আয় করতে হলে কি যোগ্যতা থাকতে হবে?

হ্যাঁ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু অনেক সুন্দর। অনলাইনে আয় করতে গেলে আপনার কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দরকার নেই। আপনাকে কাজ জানতে হবে আর অবশ্যই ইংরেজিতে লিখতে জানতে হবে। এক্ষেত্রে আপনাকে ইংরেজিতে তেমন দক্ষ হতে হবে না, শুধুমাত্র আপনার মনের ভাব প্রকাশ এবং ক্লাইন্ট এর কথা বুঝার যোগ্যতা থাকলেই যথেষ্ট। অনেক ৭-৮ পাশ লোক রয়েছেন যারা অনলাইন থেকে আয় করছেন অথচ তাদের একাডেমিক শিক্ষা অনেক কম। একটু চেস্টা করলে আপনিও পারবেন।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

কিভাবে আয় করব?

অনলাইনে আয়ের অনেক উপায় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, ব্লগিং, ফ্রীল্যান্সিং তথা আউটসোরসিং, এফিলিয়েট মার্কেটিং, ই-মেইল মার্কেটিং, এড পোস্টিং ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে নির্ভর যোগ্য এবং ভাল উপায় হল ফ্রীল্যান্সিং করা। পরে আমরা ফ্রীল্যান্সিং নিয়ে বিস্তারিত আলচনা করব।

কতদিন লাগতে পারে?

এটা একটা কমন প্রশ্ন। অনেকেই বলতে গেলে প্রায় সবাইই এই প্রশ্নটি করে থাকে যে কত দিন লাগবে অনলাইন থেকে আয় করতে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, এটা আপনার উপর নির্ভর করে। তো চলুন ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করা যাক

একদম নতুন অবস্থায় আপনাকে আগে ঠিক করতে হবে আপনি কি কাজ করবেন। কাজের সিলেকশান কিন্তু খুব বড় একটি ব্যাপার। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন যে, আমি কি কাজ করতে পারব। আমার কাজ করার জন্য কতটুকু সময় রয়েছে, তাছাড়া কাজের জন্য আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাও বিবেচনার যোগ্য। এই সকল দিক বিচার করে আগে ঠিক করুন আপনি কি কাজ করবেন। কি কি ধরনের কাজ পাওয়া যায় এবং কোনটাতে কত সময় লাগে তা আস্তে আস্তে জানতে পারবেন। এখন কি কাজ শিখবেন তা যদি ঠিক করতে পারেন তাহলে এবার কাজ শিখতে নেমে পরুন। কাজ শেখার জন্য আপনাকে সঠিক দিক নির্দেশনা নিয়ে এগুতে হবে। আপনাকে আগে বিবেচনা করতে হবে যে, আপনি এখন নতুন অনেক কিছুই জানেন না। তাই আগেই হুট করে ৫-১০ হাজার টাকা খরচ করে কোন কোর্স এ ভর্তি হয়ে যাবেন না।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

এতে করে পরর্বতীতে অনেক সমস্যা হতে পারে। প্রয়োজনে অনলাইন থেকে আয় করতেছে এমন কারও হেল্প নিন। যদি এমন না থাকে তাহলে আমাদের কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন। আপনাদের যে কোন সমস্যা এবং দিক নির্দেশনা দিতে আইটি বাড়ি সব সময় প্রস্তুত। আমাদের ওয়েবসাইট এ যান অথবা আমাদের ফেসবুক পেইজ লাইক করে আমাদের মেসেজ পাঠান।

ওয়েবসাইট- **www.it-bari.com**

ফেসবুক- **www.facebook.com/itbari**

এইভাবে কাজ শিখতে আপনার ১৫ দিন থেকে ১ মাস সময় ও লাগতে পারে। এটা আপনার দক্ষতা এবং ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে এখানে আমি আপনাকে পরার্মশ দিব, শুরুতে বড় ধরনের কোন কাজ শিখবেন না, এতে করে কাজের নমুনা দেখে হতাশ হয়ে যাবেন। প্রথমে সহজ কোন কাজ যেমন, ডাটা এন্ট্রি, এসইও ইত্যাদি শিখুন। তারপর কাজ শেখা হয়ে গেলে এবার কাজে হাত দেয়ার সময় এসে যাবে। এইখানেই যত ঝামেলা, সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকলে আপনি হয়ত মাসের পর মাস চেষ্টা করে যাবেন কিন্তু কাজ আর পাবেন না। এইক্ষেত্রে সফল কারো পরার্মশ নেয়াই শ্রেয়। এইভাবে আপনাকে চেস্টা করে যেতে হবে। তবে সঠিকভাবে এগুলে ১৫-২০ দিনেই আপনি কাজ পেয়ে যেতে পারেন। কাজ পাওয়ার টিপসগুলো ধাপে ধাপে পাবেন।

কি ? খালি বলেই যাচ্ছি ধাপে ধাপে পাবেন। কিন্তু পাচ্ছেন না, বিরক্ত হয়েন না, এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, তাই যদি এখন

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

দুই এক লাইনে বলে দিই তাহলে বুঝতে পারবেন না। তাই পরে বলা হবে।

কি ভাবছেন, কাজ শিখবেন??

হ্যাঁ উপরে মোটামুটি অনলাইনে আয় নিয়ে কিছু বেসিক আলোচনা করা হয়েছে। এখন আপনি ভাবতেই পারেন কাজ শিখবেন। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে অনেক সর্তক হতে হবে। কাজ শেখার আগে আপনাকে অনেক কিছু বিবেচনায় আনতে হবে, যেমন, কি কাজ শিখবেন, কোথা থেকে শিখবেন, কিভাবে শিখবেন, আপনি পারবেন কি না ইত্যাদি ইত্যাদি।

কি কাজ শিখবেন?

অনলাইনে আয় করতে হলে কাজ আপনাকে শিখতে হবেই। কাজ না শিখে আপনি আয় করতে পারবেন না। যদিও কিছু অল্প সাইট আছে যারা কাজ দেয় কিন্তু সেগুলো পারমানেন্ট কোন সমাধান না, বরং ঐ সকল সাইটে কাজ করতে গিয়ে কিছুদিন পর আপনি বিরক্ত হয়ে যাবেন এবং আপনি ঐ সাইট ত্যাগ করবেন কিন্তু ডলার তুলতে পারবেন না। কারন ওদের মিনিমাম ১০ ডালার এর মত ক্যাশআউট লিমিট থাকে, কাজেই দশ ডলার হওয়ার আগেই আপনি ঐ সাইট ত্যাগ করবেন ফলে আপনার সময় বৃথাই নস্ট হবে। তাহলে এবার চলুন আসল আলোচনায়। কি কাজ শিখবেন তা ঠিক করতে গেলে আপনাকে আগে ভাবতে হবে যে, আপনি ঠিক কি কাজ শিখতে চান। আপনার কোন কাজটা শেখা ভাল এবং আপনি কোন দিকে বেশি ইন্টারেস্টেড। তবে এক্ষেত্রে কিছু

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

টিপস ফলো করা ভাল। সেগুলো জানার আগে চলুন আমরা জেনে নেই অনলাইনে আয়ের জন্য কি কি কাজ রয়েছে।

কি কি কাজ রয়েছে?

অনলাইনে আয় করার জন্য রয়েছে নানা উপায়। তার মধ্যে সেরা উপায় হল ফ্রীল্যান্সিং করা। তবে ফ্রীল্যান্সিং কিন্তু কোন কাজের নাম নয়। এটা কাজের একটা সিস্টেম। সহজ কথায় বলতে গেলে, ফ্রীল্যান্সিং হল স্বাধীন কাজের পেশা। এখানে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে কাজ দাতা এবং কাজ গ্রহীতা থাকে। কাজ দাতারা কাজ দেয় এবং কাজ গ্রহীতারা কাজ নিয়ে কাজ করে। কাজ শেষ হলে ঐ কাজ দাতা টাকা পরিশোধ করে দেয়। এভাবেই চলে ফ্রীল্যান্সিং প্রসেস। আর এই কাজ দাতাদের পাওয়া যায় বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং সাইট যেমনঃ ওডেস্ক, ফ্রীল্যান্সার, ইল্যান্স ইত্যাদি ওয়েবসাইটে। এই সকল সাইটে কাজ করতে হলে আপনাদের কাজ গ্রহীতা হিসেবে অর্থাৎ একজন ওয়ার্কার হিসেবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে। তারপর বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কাজের জন্য আবেদন করতে হবে। এখানে রয়েছে নানা ধরনের কাজ। তো চলুন দেখে নেই কি কি ক্যাটাগরির কাজ রয়েছে এই ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটে।

- ডাটা এন্ট্রি (যেমনঃ আর্টিকেল রাইটিং, ভাষা অনুবাদ ইত্যাদি।)
- এসইও (প্রচুর কাজ রয়েছে এসইও এর)
- ওয়েব ডেভলপমেন্ট (অনেক কাজ পাওয়া যায় তবে কাজ একটু জটিল)
- মার্কেটিং (এফিলিয়েট, ই-মেইল মার্কেটিং ইত্যাদি)
- ডিজাইন (গ্রাফিক্স ডিজাইন, লোগো ডিজাইন ইত্যাদি)

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

- এডিটিং (ভিডিও এডিট, এনিমেশন, ৩ডি, ২ডি ইত্যাদি)
- এড পোস্টিং (ক্রেগলিস্ট সহ বিভিন্ন সাইটে)

উপরে মূলত ফ্রীল্যান্সিং মারকেটপ্লেসের মেজর বা প্রধান অংশ সমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও আরও টুকিটাকি অনেক কাজ থাকে ফ্রীল্যান্স মার্কেটে।

- ডাটা এন্ট্রিঃ উপরে আলোচিত কাজ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে সোজা হল ডাটা এন্ট্রি এর কাজ। নতুন অবস্থায় আপনি এটি করতে পারেন কিন্তু এতে রয়েছে অনেক সমস্যা। যেমনঃ এটার কাজ সহজ বিধায় আপনার আর আমার মত যারা সহজেই আয় করতে চায় তারা সবাই ডাটা এন্ট্রি করতে যায়। ফলে দেখা গেছে এই সেক্টরে কম্পিটিশান অনেক অনেক হাই। ফলে নতুনদের জন্য কাজ পাওয়া অনেক কঠিন হয়ে দাড়ায়। আবার এই সেক্টরে পুরাতনরা তো আছেনই। কাজেই নতুন অবস্থায় আপনার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ১৫%। ফলে নতুন অবস্থায় এই খাতে হাত না দেয়াই ভাল।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

দেখে নিন র্বতমানে ডাটা এন্ট্রি সেক্টরে কি পরিমাণ কাজ আছেঃ

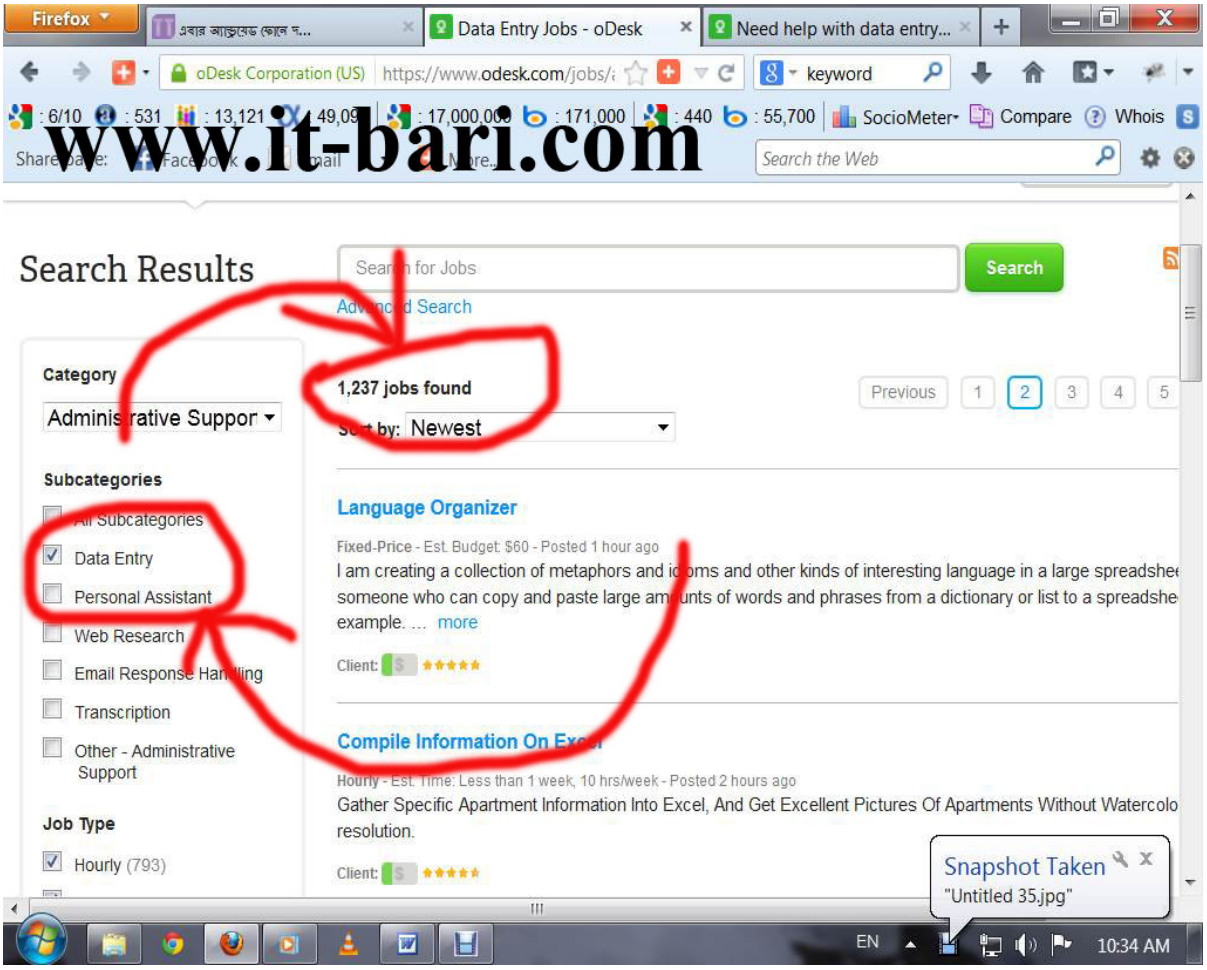

বেশ ভাল কাজ আছে নিচে দেখুন

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

এবার দেখে একটি কাজে কত জন কাজটি করার জন্য আবেদন করেছেঃ

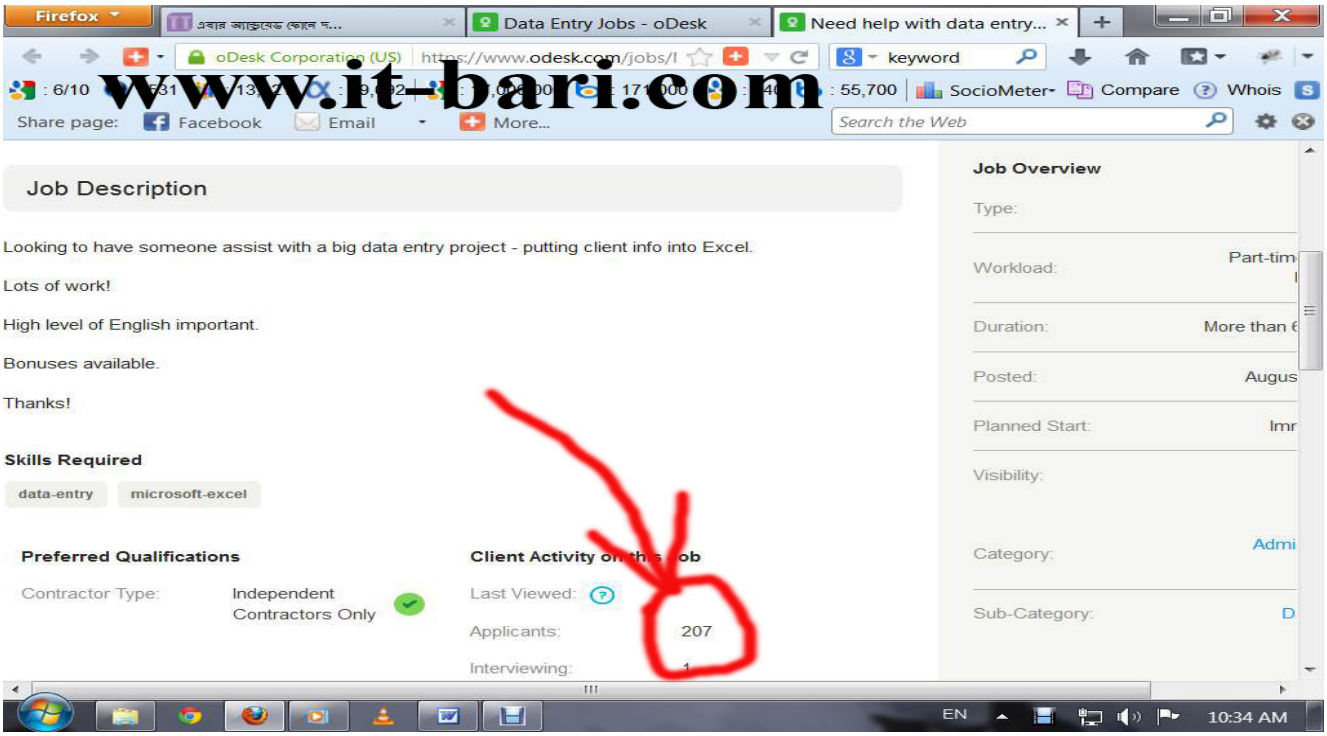

কাজে এখন নিশ্চই বুঝতে পারছেন যে, নতুন অবস্থায় এই ২০৭ জনকে পেছনে ফেলে কাজ পাওয়া এত সহজ হবে না।

- <u>এসইও ঃ</u> ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসের এক অতি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এসইও। এর প্রায় ১০-১২ হাজার কাজ(ওডেস্ক+ফ্রীল্যান্সার+ইল্যান্স) সবসময়ই থাকে। আর এসইও এর সবচেয়ে বড় যেই প্লাস পয়েন্ট সেটা হল- এর কাজ গুলো অনেকটা সোজা এবং মানসম্মত। মানে এর কাজ শিখতে আপনার ১৫-২০ দিন সময় লাগতে পারে অপর দিকে আপনি সহজেই একটু ট্রিক খাটিয়ে কাজ পেয়ে যেতে পারেন। এখানে

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

নতুনদের উপযোগী অনেক কাজ রয়েছে। নিজে একবার ফ্রীল্যান্সিং সাইটসমূহ ভিজিট করলেই দেখতে পারবেন।

এবার দেখে নেই এসইও তে কি পরিমান কাজ আছে র্বতমানে (শুধু odesk.com এ)ঃ

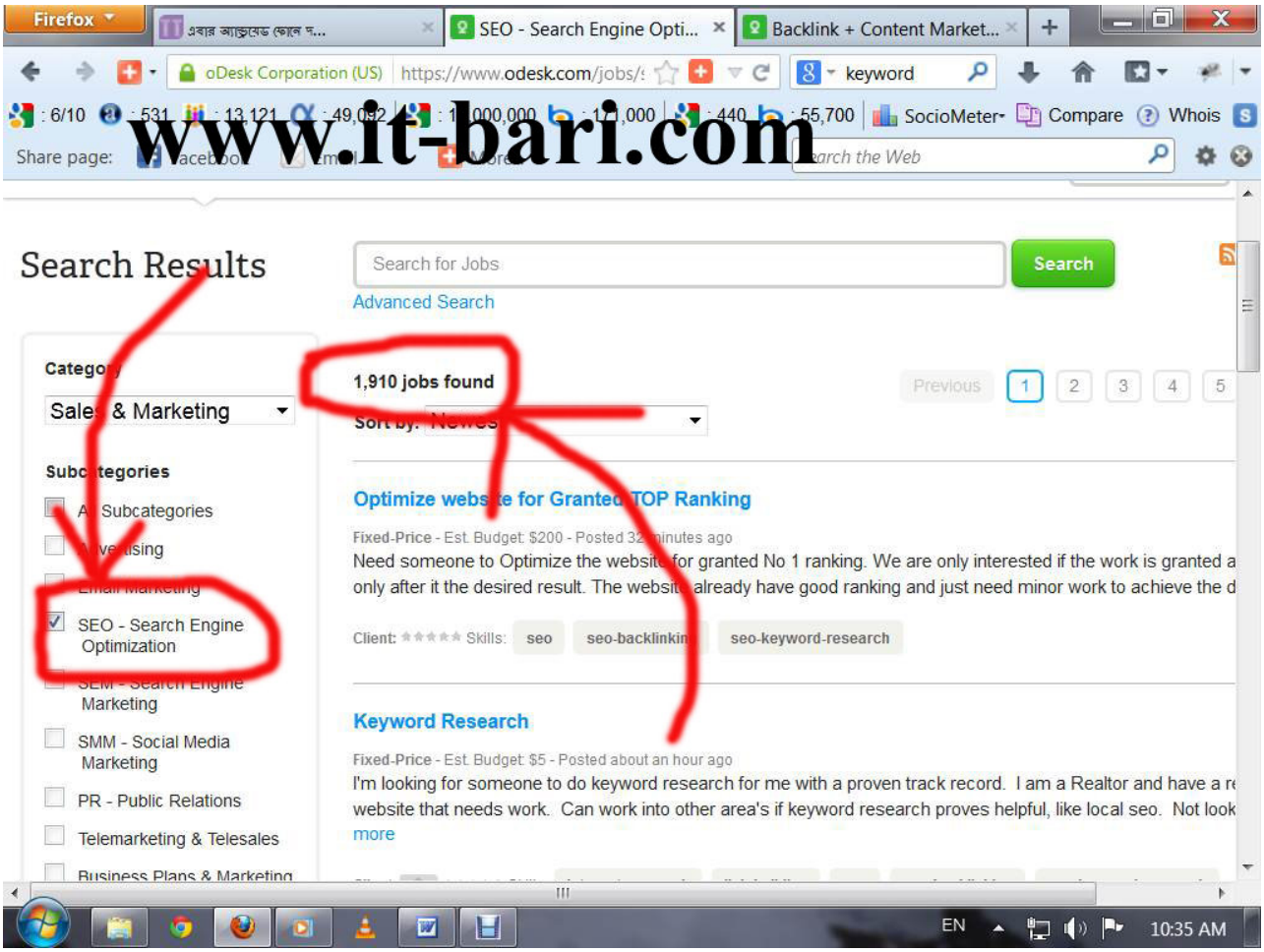

১৯১০ টি কাজ মাত্র একটি সাইটে মনে হয় খারাপ না। নতুনদের জন্য যথেষ্ট।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

এবার চলুন দেখে নেই সাধারণত কত জন আবেদন করে একটি কাজ এর জন্য ঃ (এটা কিন্তু গড় হিসাব, কম বেশিও হতে পারে)

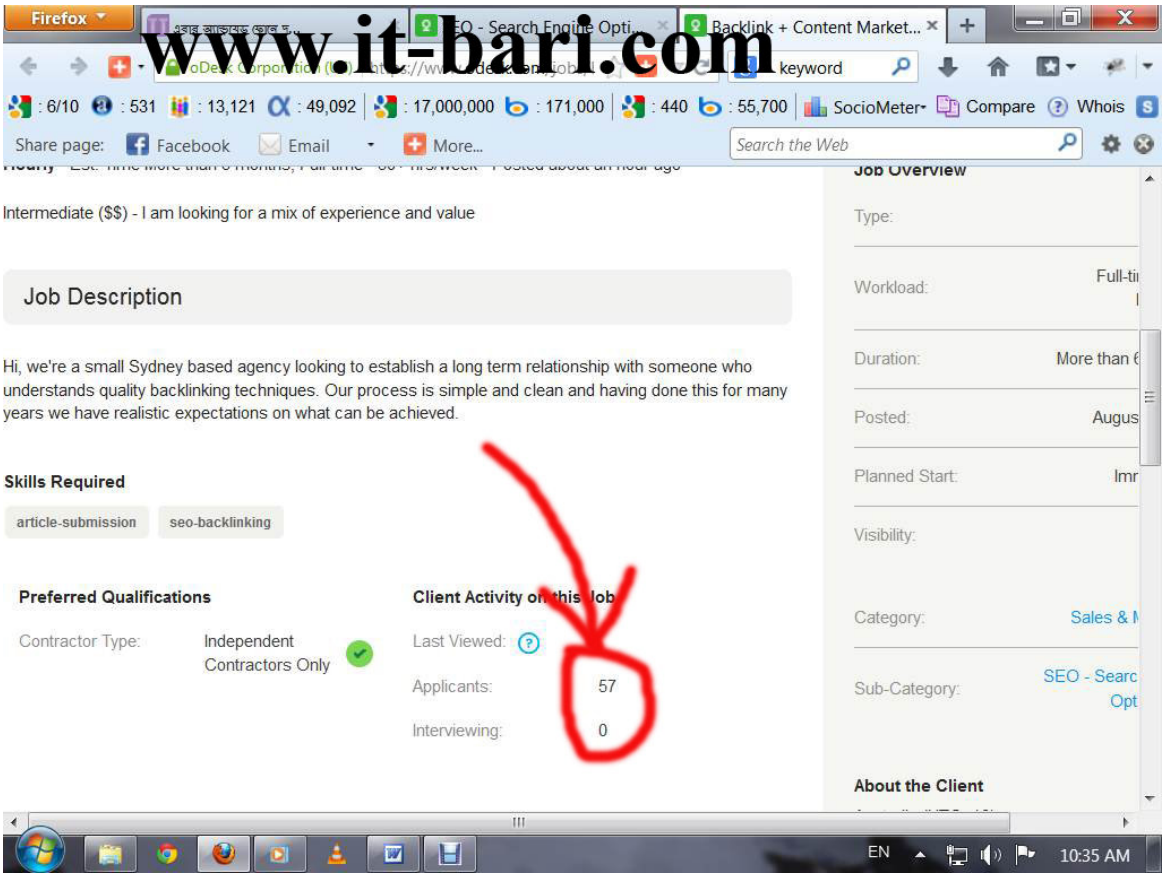

৫৭ জন আবেদন করেছেন কাজে নতুনরা বিশেষ ট্রিক খাটিয়ে কাজ পেয়ে যেতে পারেন

. <u>ওয়েব ডেভলপমেন্টঃ</u> অনলাইনের আরেকটি বিশাল দুনিয়া জুড়ে রয়েছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট। ওয়েবসাইট ডিজাইন, পিএসডি টু এইচটিএমএল, এইচটিএমএল, সিএসএস, জাভা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ রয়েছে এই সেক্টরে। নতুনরা চাইলে এই কাজ শিখতে পারেন। কিন্তু অনেকেই শুরুতে বুঝতে পারবেন না।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

কারন এসইও এর তুলনায় এই কাজগুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন। তবে একটু চেষ্টা করলে অসম্ভব নয়

.

. মার্কেটিংঃ নতুনদের জন্য আমি এটা এডভাইস করি না। কারন আপনি নিজে নিজে এই খাতে কখনোই ভাল করতে পারবেন না আপনার সাথে যদি কারো পরিচয় থাকে যিনি মারকেটিং এর করেন তাহলে তার হেল্প নিয়ে শুরু করতে পারেন। আবার অনেক কোম্পানি কাজ শেখায় তাদের কাছ থেকে কাজ শিখে নিতে পারেন। তবে তারা এক্ষত্রে ১৫-২০ হাজার টাকা নিতে পারে কাজ শেখাতে। আমার মতে নতুন অবস্থায় এত টাকা দিয়ে কাজ না শেকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ

. ডিজাইন ঃ অনলাইনে তথা ফ্রীল্যান্সিং মারকেটপ্লেসে বিভিন্ন ডিজাইন যেমন- লোগো ডিজাইন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, বিজনেস কার্ড ডিজাইন, পিএসডি ডিজাইন তৈরি ইত্যাদি এর অনেক কাজ পাওয়া যায়। তবে আপনার যদি বিশেষ ক্রিয়েটিভিটি না থাকে তবে এই খাতে কাজ না করাই উত্তম। কারন আকাআকি কিন্তু অনেকটা আল্লাহ্ প্রদত্ত জিনিস। তবে কঠোর সাধনা করলে এটা অসম্ভব কিছুই নয়। আপনিও হয়ে উঠতে পারেন অন্যতম সেরা ডিজাইনার।

এছাড়াও রয়েছে নানা ধরনের কাজ যেমনঃ এড পোস্টিং এর কাজ। তবে এই সব কাজে চেনা কারো সহায়তা থাকলে অনেক ভাল হয়।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

তাহলে এবার তো কাজ সম্পর্কে আইডিয়া পেলেন। কি সিদ্ধান্ত নিলেন? কি কাজ শিখবেন??

এবার কাজ শেখার ব্যাপারে আমার কিছু পরার্মশঃ

নতুনদের জন্য আমি আপনাদের এসইও দিয়ে শুরু করার পরার্মশ দিতে চাই। কারন এটি সোজা এবং অনলাইনের উপর খুব অল্প জ্ঞান নিয়ে যে কেউ এসইও এর কাজ করে আয় করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে, অনপেজ অপটিমাইজেশন, ব্যাকলিঙ্ক, বিভিন্ন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল র্অজন সহ আরও বিভিন্ন ধরনের কাজ। এই কাজ গুলো আপনারা সহজেই রপ্ত করতে পারেন এবং আয় করতে পারেন। নতুনরা কাজও পাবেন তাড়াতাড়ি। আর সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটি রয়েছে এই সেক্টরে, এখানে পার্সোনাল হেল্প সংক্রান্ত অনেক কাজ থাকে যা আপনি অল্প জ্ঞান নিয়েও করতে পারবেন।
মনে রাখবেন, এসইও হচ্ছে গুগল নিয়ে কাজ, আর তাই গুগল কে বাদ দিয়ে আপনি অন্য যে সেক্টরেই কাজ করেন না কেন একটু আধটু সমস্যা হতেই পারে। কাজেই আমি সব সময় আপনাদের উপদেশ দিতে চাই, এসইও শেখার। এটি আপনি চাইলে বিভিন্ন ব্লগ পড়েই শিখতে ফেলতে পারবেন।

এবার সিদ্ধান্ত আপনার। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করুন, আপনি কি সত্যিই পারবেন কাজ করতে? যদি পারেন, তাহলে জিজ্ঞেস করুন আপনি ঠিক কি শিখতে পারবেন। কোন কাজটি আপনার জন্য শ্রেয় হবে। এরপর কাজ শিখুন। ধীরে ধীরে একটু একটু করে আগান। ধৈর্য্য হারাবেন না। দেখবেন সফলতা পাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

কোথায় পাব কাজ??

দেখেছেন কি বোকা আমি, কাজ সম্পর্কে ধারনা দিলাম অথচ বলাই হয় নি, কোথায় পাবেন এই কাজ?? হ্যাঁ, ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটে পাবেন কাজ। মনে প্রশ্ন আসতে পারে এই মার্কেট আবার কোথায়?? না ভাই এই মার্কেট আপনার ঘরেই আছে। শুধু কম্পিউটার এ ইন্টারনেটে গিয়ে নিচের ওয়েবসাইটে যান, তাহলেই পাবেন। আসলে এগুলো হল বিভিন্ন ওয়েবসাইট যেখানে আপনি কাজ পাবেন। আপনাকে কাজ দেয়ার জন্য অনেক ক্লাইন্ট আছেন সেখানে আর কাজ করার জন্যও অনেক ওয়ার্কার আছেন সেখানে।

নিচে কিছু বিশ্ব সেরা ফ্রিল্যান্সিং সাইটের লিস্ট দেয়া হল-

http://odesk.com
http://freelancer.com
http://elance.com

উপরের সাইট গুলোতে গিয়ে **browse work** এ গেলেই দেখতে পারবেন কি কি কাজ আছে। পুরো ফ্রীল্যান্সিং প্রসেসটা কিভাবে ঘটে তা নিয়ে ইনশা-আল্লাহ্ আমাদের পরর্বতী ই-বুক এ আলোচনা করা হবে।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

অনলাইনে আয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ, আপনি আছেন কোথায়??

আমি তো একদমই নতুন?

তাতে কি হয়েছে ? চেষ্টা করলে কিছুই অসম্ভব নয়

এখনও কিছুই হয় নি আগামী দুই বছরে নেট ইউজার সংখ্যা হবে প্রায় ৪ গুন, তথ্য সূত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

কাজেই এখনও রয়েছে কাজের বিশাল সুযোগ

এখনই প্লাগ ইন হোন আমাদের দুনিয়ায়

সমৃদ্ধ দেশ গড়ুন, নিজেকে পাল্টান

আপনি কি অনলাইনে আয় করতে আগ্রহী?

"বুঝতে পারছেন না কিভাবে কি করবেন এবং কোথা থেকে শুরু করবেন?"

তাহলে নিচের আর্টিকেলটি পড়ুন। এটি আপনার জন্যই!

নতুনরা অনলাইনে আয় করুন সঠিক উপায়ে !

তরুণরা পড়াশুনা এবং দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সিং করে অনলাইনে থেকে আয় করতে পারেন। কোন প্রকার ইনভেস্টমেন্ট এর প্রয়োজন নেই। শুধু জানা দরকার কাজ। ফ্রীল্যান্সিং এ নতুনদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ এবং সহজ উপায় হল **Search Engine Optimization** এর কাজ শেখা। এটি শিখতে কম সময় লাগে এবং সহজ। একটু চেস্টা করলে আপনিও করতে পারেন ফ্রীল্যান্সিং। যা থেকে মাসে ১০০-৫০০০ ডলার আয় করা সম্ভব। দশ হাজার টাকা সমমূল্যের প্রাতিষ্ঠানিক এসইও এর কোর্স এখন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই শেখা সম্ভব। সেই জন্যই আইটি বাড়ি আপনাদের পূর্ণাঙ্গরূপে এসইও শেখা এবং অনলাইনে আয়ের গাইডলাইন টিউটোরিয়াল দিচ্ছে মাত্র ৪০০ টাকায়! এটি দেখে সম্পূর্ণ রূপে এসইও এর কাজ শেখা যাবে এবং কাজ শিখে কিভাবে কাজ করে আয় করবেন তার বিস্তারিত ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে এই ডিভিডি এ। সবগুলো ভিডিও বাংলা ভাষায় এবং অত্যন্ত সহজভাবে বিস্তারিত করে তৈরি যাতে নতুনরা বুঝতে এবং কাজ শিখে কাজ করতে পারেন।
প্রত্যেকটি কাজ হাতে কলমে করে দেখানো রয়েছে ফলে আপনাকে কষ্ট করে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স করতে হবে না। ঘরে বসেই আপনি কাজ শিখতে এবং কাজ করে আয় করতে পারবেন। সাথে যে কোন সমস্যায় হেল্প পাবেন।

বেকার বসে না থেকে কাজ শিখুন, অনলাইনে আয় করুন। নিজেকে গড়ুন, দেশকে গড়তে সহায়তা করুন।

বিস্তারিত জানতে এখনই ভিজিট করুন- **www.it-bari.com**
ফেসবুকে আমাদের লাইক করুন- **www.facebook.com/itbari**
ফেসবুক গ্রুপে আজই যোগ দিন আর অনলাইনে আয় সংক্রান্ত বিভিন্ন হেল্প এবং টিপস পান- **www.facebook.com/groups/itbari**
ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের টিউটোরিয়াল দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রীতে!!- **www.youtube.com/itbari**

=> মনে রাখবেন, অনলাইনে আপনাকে কাজ শিখেই তবে কাজ করে আয় করতে হবে। শুধু ৫-১০ হাজার টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে ঘরে বসে বসে ক্লিক করে আয় করা সম্ভব নয়। এমন করলে ধরা আপনাকে খেতেই হবে। কাজেই, যারা আপনাকে প্রথমে ইনভেস্ট করে ক্লিক করে আয় করার কথা বলে সেই সকল প্রতারকদের হাত থেকে সাবধান থাকুন।

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

পিডিএফ বইটি যদি আপনাদের ভাল লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই মন্তব্য করুন আমাদের সাইটে। অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যোগ দিয়ে অনলাইনে আয়ের বিষয়ে সঠিক তথ্য পান।

ফেসবুক গ্রুপ- **http://facebook.com/groups/itbari**
ফেসবুক পেইজ- **http://facebook.com/itbari**
ওয়েবসাইট- **http://it-bari.com**

এর পরের পিডিএফ বইতে অনলাইনে আয় নিয়ে গুঞ্জন, রূপকথা, ফ্রীল্যান্সিং এর পুরো প্রসেস কিভাবে কাজ করে, কোথায় কাজ পাবেন, কিভাবে কাজ করবেন, তা নিয়ে ইনশা-আল্লাহ আলোচনা করা হবে। তার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মত এখানেই বিদায় নিচ্ছি।

---------- আল্লাহ্ হাফিজ ----------

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

নতুনদের জন্য একদম শুরু থেকে অনলাইনে আয় গাইডলাইন।

পর্ব-০২

বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া হয়েছে । কোন রুপ এডিট কিংবা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

একমাত্র কপিরাইট- http://it-bari.com

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

অনলাইনে আয় নিয়ে ভুল ধারনাঃ

আপনাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন যারা অনলাইনে আয়কে খুবই সহজ মনে করেন। আপনাদের এই ধারনা কিন্তু অনেকটা ভুল। এই পৃথিবীতে অন্যান্য কাজের মত অনলাইন থেকে আয় করাও কঠিন কাজ৷ শুধুমাত্র তফাৎ এটাই যে অনলাইনে আয়ের কোন লিমিটেশন নেই৷ চাকরিতে যেমন, মাস শেষে একটা নির্দিষ্ট টাকা পাবেন কিন্তু অনলাইন কিন্তু এমন নয়, এখানে আপনি এক টাকা নাও পেতে পারেন আবার কোটি টাকাও আয় করতে পারেন৷ তবে এখানে আপনি আপনার পারিশ্রমিক বাস্তব জগতের চেয়ে একটু বেশি ই পাবেন৷ কারন, এখানে হিসাব হয় ডলারে৷ এমন অনেকেই আছেন যারা প্রতি ঘন্টা ২০ ডলার রেটে কাজ করেন৷ তার মানে ১০ ঘন্টা কাজ করলে উনি পাবেন ২০০ ডলার৷ বাংলাদেশি টাকায় যেটা দাড়ায় প্রায় ১৬০০০ টাকা৷ আমার মনে হয়, বাস্তব জীবনে দশ ঘন্টা কাজে আপনাকে ১৬০০০ টাকা দিবে এমন কোম্পানি পাওয়া মুশকিল। ঠিক এই জন্যই অনেকে বলে অনলাইনে টাকা উড়ে। এটা কিন্তু সর্ম্পূণ বানোয়াট এবং কাল্পনিক৷ যে ব্যক্তি সফল হয়, তার সফলতার কাহিনি শুনতে কিন্তু ভালই লাগে, কিন্তু ঐ লোকের সফল হতে যে কি কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে তা সেই ভাল জানে। কাজেই যেখানেই কাজ করুন না কেন, সেটা অনলাইন হোক আর অফলাইন যাই হোক, ভাল করে কাজ জানতে হবে এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে হবে। বাস্তব জীবনে অনেক সময় কাজ জানলেও সার্টিফিকেটের অভাবে কাজ পাওয়া যায় না, কিন্তু অনলাইনে এই সুবিধা পাওয়া যায়৷ এখানে একটাই সুবিধা যে, আপনাকে কোন প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট দেখাতে হবে না, কাজ

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সর্ম্পূণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

জানলে অবশ্যই আয় করতে পারবেন। কিন্তু তার জন্য কিন্তু আপনাকে কঠিন পরিশ্রম এবং সবুর করতে হবে।

ফ্রীল্যান্সিংটা আসলেই কি??

ফ্রীল্যান্সিং হল অনলাইনে আয়ের একটি মাধ্যম। আপনি অনলাইনে কাজ করবেন আর সেই কাজের জন্য আপনাকে টাকা দেওয়া হবে। শুনতে অনেক সোজা হলেও অনলাইনে আয় কিন্তু বাস্তব জীবনে আয় করার মতই কঠিন। শুধু পার্থক্য এইটুকুই যে, বাস্তব জীবনে আমাদের দেশে কাজের সুযোগ অনেক কম কিন্তু অনলাইনে এই সুযোগ অনেক বিস্তৃত। যে কেউ নূন্যতম যোগ্যাতা নিয়েই শুরু করতে পারেন অনলাইনে আয়। এর জন্য একটু ধৈর্য্য আর পরিশ্রম থাকলেই চলে।

- আপনাদের মনে অনেকেরই এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, এই যে আমি যে বলছি কাজ করবেন আর টাকা তুলবেন, এটা আমি কোথায় কাজ করব, আর কার কাজই করব, আবার টাকা কিভাবে পাব??

এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিচ্ছি। অনলাইনে কাজের জন্য অনেক সাইট রয়েছে। ওই সকল সাইটে গেলেই আপনি দেখতে পাবেন সেখানে অনেক ধরনের কাজ আছে। এই রকম একটা ওয়েবসাইট হল- ওডেস্ক.কম। কিন্তু কথা হল এই কাজগুলো কারা দেন? অনেক লোক আছেন যারা তাদের নিজের কাজগুলো করিয়ে নিতে চান অন্য কাউকে দিয়ে। এই রকম লোকেরা এই সকল সাইটে (ওডেস্ক.কম) গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলেন তারপর তারা তাদের কাজগুলো পোস্ট করেন। যারা

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

কাজ দেন বা কাজ পোস্ট করেন তাদেরকে বলা হয় ক্লাইন্ট বা বায়ার। এখন ওই একই ফ্রীল্যান্সিং সাইটে (যেমনঃ **http://odesk.com**) আবার অনেকে কাজ করার জন্য অ্যাকাউন্ট খুলেন (যেমনঃ আপনিও অ্যাকাউন্ট খুলবেন কাজ করার জন্য)। ক্লাইন্ট যখন কোন কাজ পোস্ট করেন তখন তারা ওই কাজগুলো দেখে ওই কাজটি করার জন্য অনেকে আবেদন করেন। একে বলা হয় বিড করা। তো ধরুন একটি কাজের জন্য ৩০ জন বিড করেছেন, এখন যিনি কাজটি পোস্ট করেছেন তিনি এই ৩০ জনের মধ্যে থেকে একজনকে এই কাজটি করার জন্য নিব্বাচন করবেন। মানে এই ৩০ জনের মধ্যে থেকে একজন কাজটি জিতে নিবেন এবং তিনি কাজটি করার সুযোগ পাবেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ক্লাইন্ট একের অধিক ব্যাক্তিকেও কাজের জন্য মনোনয়ন করতে পারেন। তারপর ক্লাইন্ট মেসেজের মাধ্যমে জানিয়ে দেন কাকে তিনি মনোনয়ন করেছেন, যদি আপনি মনোনীত হন তাহলে আপনার ওডেস্ক এ্যকাউন্ট এ লগিন করলে নোটিফিকেশন এর মাধ্যমে জানতে পারবেন। যদি মনোনীত নাও হন, তবুও জানতে পারবেন। এর পর ক্লাইন্ট আপানার সাথে মেসেজ এ যোগাযোগ করবেন। অবশ্যই কাজ দেয়ার আগে ক্লাইন্ট আপনার সাথে মেসেজ এ যোগাযোগ করতে পারেন, তাই সব সময় ওডেস্ক এ থাকার চেষ্টা করুন। অথবা আপানার ই-মেইল চেক করতে থাকুন, কারন ক্লাইন্ট থেকে কোন প্রকার রিপ্লাই পেলে ই-মেইল এ আপডেট পাবেন। এরপর কাজটি করা হয়ে গেলে ক্লাইন্ট আপনাকে টাকা দিয়ে দিবে। এই ভাবে টোটাল প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

এই গেলো পুরো হিস্টরি জিওগ্রাফি। আশা করি আপনারা অনেকেই যারা নতুন তারা একটু হলেও আইডিয়া পেয়েছেন যে, আসলে কিভাবে

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

এই কাজগুলো হয়ে থাকে৷ আপনারা **http://odesk.com** থেকে ঘুরে আসুন, সেখানে কি কি কাজ পাওয়া যায় একটু দেখে আসতে পারেন এতে করে আপনাদের ধারনা একটু প্রখর হবে৷

আপনি কি অনলাইনে আয় করতে আগ্রহী?

"বুঝতে পারছেন না কিভাবে কি করবেন এবং কোথা থেকে শুরু করবেন?"

তাহলে নিচের আর্টিকেলটি পড়ুন৷ এটি আপনার জন্যই!

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

নতুনরা অনলাইনে আয় করুন সঠিক উপায়ে !

তরুণরা পড়াশুনা এবং দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সিং করে অনলাইনে থেকে আয় করতে পারেন। কোন প্রকার ইনভেস্টমেন্ট এর প্রয়োজন নেই। শুধু জানা দরকার কাজ। ফ্রীল্যান্সিং এ নতুনদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ এবং সহজ উপায় হল **Search Engine Optimization** এর কাজ শেখা। এটি শিখতে কম সময় লাগে এবং সহজ। একটু চেস্টা করলে আপনিও করতে পারেন ফ্রীল্যান্সিং। যা থেকে মাসে ১০০-৫০০০ ডলার আয় করা সম্ভব। দশ হাজার টাকা সমমূল্যের প্রাতিষ্ঠানিক এসইও এর কোর্স এখন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই শেখা সম্ভব। সেই জন্যই আইটি বাড়ি আপনাদের পূর্ণাঙ্গরূপে এসইও শেখা এবং অনলাইনে আয়ের গাইডলাইন টিউটোরিয়াল দিচ্ছে মাত্র ৪০০ টাকায়! এটি দেখে সম্পূর্ণ রূপে এসইও এর কাজ শেখা যাবে এবং কাজ শিখে কিভাবে কাজ করে আয় করবেন তার বিস্তারিত ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে এই ডিভিডি এ। সবগুলো ভিডিও বাংলা ভাষায় এবং অত্যন্ত সহজভাবে বিস্তারিত করে তৈরি যাতে নতুনরা বুঝতে এবং কাজ শিখে কাজ করতে পারেন।

প্রত্যেকটি কাজ হাতে কলমে করে দেখানো রয়েছে ফলে আপনাকে কষ্ট করে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স করতে হবে না। ঘরে বসেই আপনি কাজ শিখতে এবং কাজ করে আয় করতে পারবেন। সাথে যে কোন সমস্যায় হেল্প পাবেন।

বেকার বসে না থেকে কাজ শিখুন, অনলাইনে আয় করুন। নিজেকে গড়ুন, দেশকে গড়তে সহায়তা করুন।

বিস্তারিত জানতে এখনই ভিজিট করুন- **www.it-bari.com**
ফেসবুকে আমাদের লাইক করুন- **www.facebook.com/itbari**
ফেসবুক গ্রুপে আজই যোগ দিন আর অনলাইনে আয় সংক্রান্ত বিভিন্ন হেল্প এবং টিপস পান-
www.facebook.com/groups/itbari
ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের টিউটোরিয়াল দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রীতে!!-
www.youtube.com/itbari

=> মনে রাখবেন, অনলাইনে আপনাকে কাজ শিখেই তবে কাজ করে আয় করতে হবে। শুধু ৫-১০ হাজার টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে ঘরে বসে বসে ক্লিক করে আয় করা সম্ভব নয়। এমন করলে ধরা আপনাকে খেতেই হবে। কাজেই, যারা আপনাকে প্রথমে ইনভেস্ট করে ক্লিক করে আয় করার কথা বলে সেই সকল প্রতারকদের হাত থেকে সাবধান থাকুন।

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

তৃতীয় খণ্ডে ফ্রীল্যান্সিং এ বিভিন্ন ধরনের কাজ, কোন কাজে বিড করবেন, কোন কাজে বিড করবেন না, ক্লাইন্ট পরিচিতি, নতুনদের জন্য বিশেষ টিপস ইত্যাদি নিয়ে ইনশা-আল্লাহ্ আলোচনা করা হবে। সাথেই থাকুন।

=>> বইটি সম্পর্কে মতামত দিন। আমাদের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুকে গিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত দিন।

আমাদের ওয়েবসাইট- **http://it-bari.com**
ফেসবুক পেইজ- **http://facebook.com/itbari**
ফেসবুক গ্রুপ- **http://facebook.com/groups/itbari**
ইউটিউব চ্যানেল- **http://youtube.com/itbari**

আগামী খন্ডের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

---------- আল্লাহ্ হাফিজ ----------

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

নতুনদের জন্য একদম শুরু থেকে অনলাইনে আয় গাইডলাইন।

পর্ব-০৩

বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া হয়েছে । কোন রুপ এডিট কিংবা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

একমাত্র কপিরাইট- http://it-bari.com

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

সুচনা ঃ

এর আগের দুটি খন্ডে ফ্রীল্যান্সিং এর বেসিক এবং গুরুত্বর্পূণ ধারনা এবং খুটিনাটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে৷ যারা এই খন্ড প্রথম দেখছেন অবশ্যই আমাদের সাইট থেকে আগের পার্ট দুটি দেখে নিন। আজকের পার্টে থাকছে ফ্রীল্যান্সিং এর জন্য দুই ধরনের কাজ এবং নতুনদের জন্য অ্যাকাউন্ট খোলা এবং ক্লাইন্ট সর্তকতা।

কাজ শুরু করার আগের কিছু কথা-

আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই?? আশা করি সবাই মহান আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে ভাল আছেন। আমিও তাঁর দয়ায় আলহামদুলিল্লাহ্ বেশ ভালই আছি। আপনি যদি আমাদের আইটি বাড়ি প্রকাশিত অনলাইনে আয়ের ধারাবাহিক খন্ডের আগের ই-বুক গুলো ভাল ভাবে দেখে থাকেন তাহলে এবার আপনার সময় হয়েছে এই লেখাগুলো পড়ার।

আপনি যদি আগে থেকেই জানেনে যে, **odesk** কি এবং কীভাবে এতে কাজ পেতে হয় তাহলে ভাল আর যদি না জানেন তবে ভাল করে মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যদিও আগে আলোচনা করেছি তবুও আরেকবার একটু হাইলাইট করছি।

প্রথমেই বলি odesk কি?

Odesk হল পৃথিবীর অন্যতম সেরা ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটপ্লেস যেখনে রয়েছে প্রচুর কাজ৷ এখানে আপনি কাজ করতেও পারবেন আবার মানুষকে দিয়ে কাজ করাতেও পারবেন৷ রয়েছে বিভিন্ন ধরনের কাজ৷ এর মধ্যে **Web Developing** এবং **SEO** এর প্রচুর কাজ রয়েছে৷

ওডেস্ক এর ওয়েবসাইট এর ঠিকানাঃ- **http://odesk.com**

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

Odesk.com এ account খোলা এবং কাজ পাওয়ার সিস্টেম- Odesk.com এ কাজ করতে হলে আপনাকে আগে একটা account খুলতে হবে। account খোলার জন্য www.odesk.com এ যান, তারপর Want a Job ? Sign Up এ ক্লিক করুন।

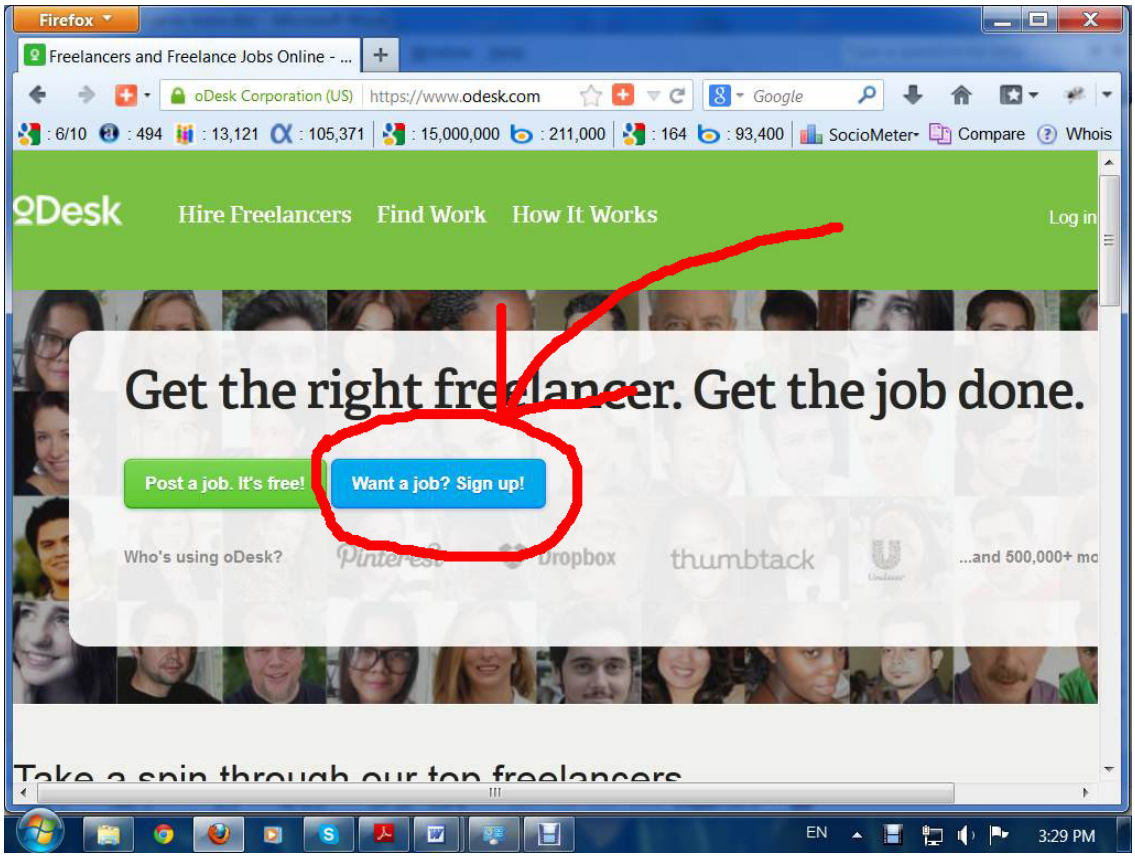

(সাইন আপ এ ক্লিক করার সময় লক্ষ করুন, দুই রকমের সাইন আপ সিস্টেম রয়েছে, প্রথমটি হল যিনি কাজ দিবেন মানে বায়ার বা ক্লাইন্টদের জন্য আর দ্বিতীয়টি হল ওয়ার্কার বা আপনার জন্য।)

তারপর আপনার নাম, ঠিকানা দিয়ে যথাযথ ভাবে সকল ঘর পূরণ করুন। মনে রাখবেন- এখানে আপনি যে নাম দিবেন তা যেন আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর নামের সাথে সর্ম্পূণ মিলে যায়, তা না হলে টাকা তোলার সময় অথবা অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করার সময় ঝামেলা হতে পারে। আপনার ঠিকানাও আপনার র্বতমান ঠিকানা দিবেন। তারপর

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সর্ম্পূণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

আপনার ই-মেইল এ একটি মেইল যাবে, সেটিতে ক্লিক করলে আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে যাবে।

অ্যাকাউন্ট খুললেই আপনি কাজ পাবেন না। আপনাকে আগে রেডিনেস নামে একটি পরীক্ষা দিয়ে তাতে পাশ করতে হবে, তাছাড়াও আপনাকে আরও অনেক কিছু ফিল আপ করতে হবে। এখানে আপনি কি কি বিষয়ে কাজ করতে আগ্রহী সেগুলো ঠিক করে দিন।

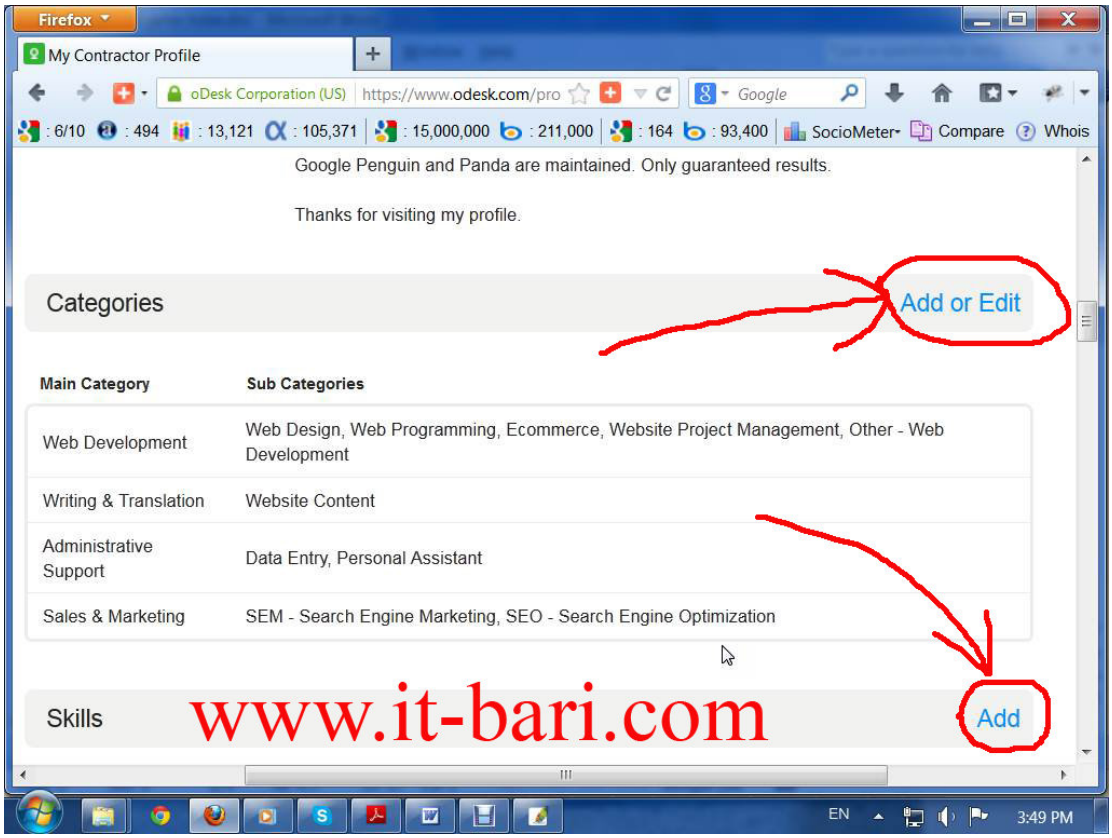

প্রতিটি কাজের জন্য আপনার প্রোফাইল একটু একটু করে কমপ্লিট হতে থাকবে। এখানে আপনি আপনার পোর্টফোলিও যোগ করতে পারবেন। পোর্টফোলিও হচ্ছে আগের কাজের নমুনা। মোটামুটি ৮০% প্রোফাইল কমপ্লিট হলেই আপনি কাজ করার জন্য আবেদন করার অনুমতি পাবেন। তবে প্রোফাইল ১০০% কমপ্লিট হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

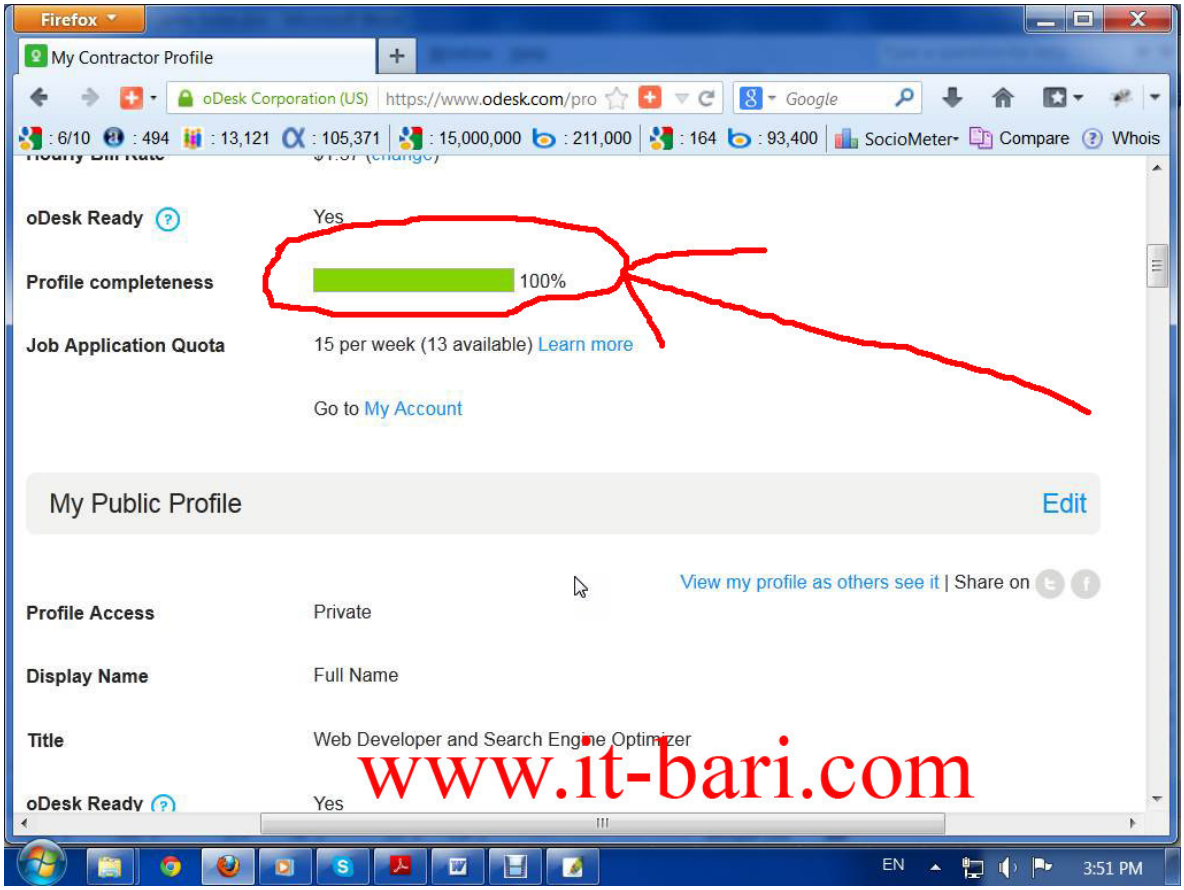

এখন কাজ করার জন্য আপনাকে প্রথমে বিভিন্ন কাজের তালিকায় যেতে হবে। এর জন্য আপনার ওডেস্ক অ্যাকাউন্ট এ লগইন করে **find work** এ ক্লিক করুন।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

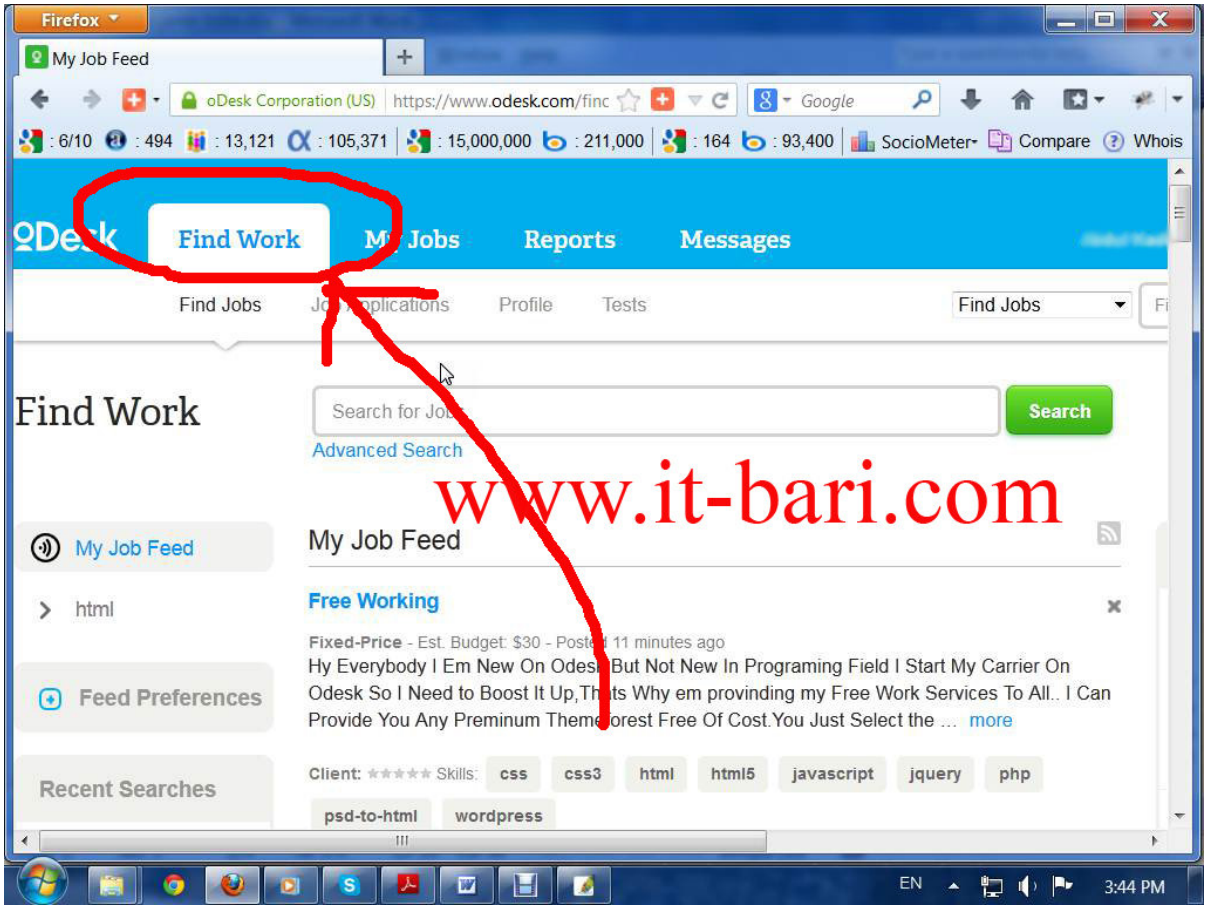

তারপর আপনার সামনে পেজের বাম পাশে কাজের ক্যাটাগরির তালিকা আসবে সেখান থেকে আপনি বিভিন্ন ক্যাটাগিরর কাজ ব্রাউজ করতে পারবেন। এখান থেকে আপনি যে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন সেই ক্যাটাগরিতে যে সকল কাজ রয়েছে, সেগুলো দেখতে পারবেন।

যেহেতু আপনি **SEO** এর কাজ শিখেছেন তাই আপনি **SEO** এর ক্যাটাগরি ব্রাউজ করেন, সেখানে গেলেই দেখবেন কাজের এক লম্বা তালিকা। আপনাকে আগে কাজের জন্য দরখাস্ত যাকে বলা হয় বিড করা এটি করতে হবে। ধরুন একটা কাজের জন্য ১৫ জন বিড করেছেন এখন যিনি কাজ দিয়েছেন বা বায়ার বা **clint** এই ১৫ জনের মধ্যে থেকে নিজের ইচ্ছা মত একজন বা একের অধিক জনকেও তার কাজের জন্য নিয়োগ দিতে পারেন। এখন যদি আপনি কাজের বিড টা ভালভাবে করতে পারেন তবে আপনার কাজ পাওয়ার সুযোগ থাকে অনেকাংশে।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

কাজের তালিকা ব্রাউজ করার সময় হয়ত আপনি লক্ষ্য করবেন যে, সেখানে দুই ধরনের কাজ রয়েছে। যেমন-

- ফিক্সড প্রাইজ কাজ (**fixed price work**)
- ঘন্টা হিসাব (**hourly work**)

Fixed Price Job

Fixed price work হল এমন সব কাজ যার পুরো কাজটির মূল্য আগে থেকেই নির্ধারিত থাকে। আপনি ওডেস্ক অথবা যে কোন ফ্রীল্যান্সিং মার্কেটে গেলেই যখন নতুন কাজের তালিকা দেখবেন তখন কাজের হেডলাইনের নিচেই বা পাশেই দেখতে পারবেন এটা **fixed price** নাকি **hourly rate** এর কাজ। নতুনদের জন্য এ সকল কাজে বিড না করাই ভাল, কারন, এ সকল কাজে টাকা পাওয়ার নিশ্চয়তা কম থাকে, মানে কোন গ্যারান্টি নাই। ধরেন আপনি একটি **50$** এর **fixed price** কাজ করলেন, অনেক কষ্ট করে কাজটি করলেন এবং তা আপনার বায়ারকে (যিনি কাজ দিয়েছিলেন) তা সাবমিট করলেন, এখন আপনার বায়ার তা পছন্দ করল না বা বায়ার ইচ্ছা করেই তা পছন্দ করল না, এখন সে যদি আপনাকে টাকা না দেয় তাহলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না, আপনি যদি চান ওই ক্লাইন্টের নামে **odesk team** এর কাছে নালিশ করতে তবে আপনি তা করতে পারবেন। এর ফলে ওই বায়ার আপনাকে **desput** দিবেন, এর অর্থ হল আপনি আপনার কাজটি সুন্দর ভাবে করতে না পারায় আপনার বায়ারের সাথে আপনার পেমেন্ট নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। ফলে **odesk** এর একটি টিম মেসেজ এর মাধ্যমে আপনার ও আপনার বায়ারের কথা শুনবেন ও সিদ্ধান্ত নিবেন, আপনি কাজটি করতে পারেন নাই নাকি আপনার বায়ার আপনার সাথে দুই নাম্বারি করছেন। ঘটনা যাই হোক না কেন তাদের এই নিরীক্ষণ এর ফলাফল কিন্তু একই, তারা আপনার বায়ারকেই সাপোর্ট করবে, তার কারন আপনি যদি না থাকেন ফলে তাদের তেমন কোন লস নেই, আপনি যে কাজটা করতেন তা অন্য কেউ করবে, কিন্তু বায়ার যদি না থাকে তাহলে তারা একজন কাজ দাতাকে হারাবেন যাদের দিয়েই **odesk** এর বিজনেস। ফলে আপনি কাজ+টাকা+আপনার রেপুটেশন সব হারাবেন। সাথে সাথে আপনার প্রোফাইলে **one disput** লেখা হয়ে যাবে, ফলে আপনি যখন অন্য কোন কাজে বিড করবেন তখন ক্লাইন্ট আপনার প্রোফাইলে গিয়ে দেখবে **one disput** তার মানে, তখনি তিনি ধরে

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

নিবেন যে, আপনি কাজ পারেন না। তাই ভুলেও নতুন অবস্থায় **fixed price** এর কাজে বিড করবেন না। তবে একটু পুরাতন হলে করতে পারেন।

Hourly Rate Work

Hourly Rate Work হল ঘন্টা হিসেবের কাজ। আপনি প্রতি ঘন্টা একটা নির্দিষ্ট রেট হিসেবে যত ঘন্টা কাজ করবেন আপনার বায়ার আপনাকে তত ঘন্টা হিসেবে যত টাকা আসে তা দিবনে। আপনি নতুন অবস্থায় এই ধরনের কাজই করবেন, কেননা এই ধরনের কাজে কোন রিক্স থাকে না। আপনি যতটুকু কাজ করবেন আপনার বায়ার আপনাকে ততটুকুর টাকা দিতে বাধ্য থাকবেন। হ্যাঁ, আপনার কাজ যদি পছন্দ না হয় তবে তিনি আপনাকে খারাপ ফিডব্যাক দিতে পারেন কিন্তু টাকা তাকে দিতেই হবে, তাই তো আমি আগেই বলেছি যে, কাজ ভাল করে না শিখে তা করতে যাবেন না, এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

ক্লাইন্ট সিলেকশান

অনলাইনে কাজ করতে হলে ক্লাইন্ট সিলেকশন অতি গুরুত্বর্পূণ ব্যাপার। অনেকেই নতুন অবস্থায় ফেইক ক্লাইন্ট এর কাজে বিড করে পরে টাকা পায় না, আর পরে বলে ফ্রীল্যান্সিং ভুয়া। আসলে দোষটা তারই কারন, তিনিই বুঝতে পারেন নি যে, ফ্রীল্যান্সিং ভুয়া নয়, ঐ ক্লাইন্টই ভুয়া। ওডেস্ক সহ বিভিন্ন ফ্রীল্যান্স মার্কেটে যে কেউ চাইলেই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে কারন এটা ফ্রী। আর ঠিক এই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে অনেকেই তার নিজ স্বার্থ হাসিল করার জন্য ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে সহজ সরল লোকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। তাই সব সময় চেষ্টা করুন পেমেন্ট মেথুড ভেরিফাইড ক্লাইন্টের কাজে বিড করার জন্য। পেমেন্ট মেথুড ভেরিফাইড কিনা তা কাজের হেডলাইনের নিচেই দেখতে পাবেন। তাছাড়াও এশিয়া মহাদেশের ক্লাইন্টদের কাজে বিড না করাই ভাল। সবচেয়ে ভাল হয় ক্লাইন্ট যদি, **USA, Australia, Canada** এবং **UK** এর হয়।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

উপরের ছবিতে দেখুন প্রথম কাজে ক্লাইন্ট এর নিচে কোন ডলার চিহ্ন নেই, মানে এই ক্লাইন্ট এর পেমেন্ট মেথুড ভেরিফাইড না, সুতরাং এ কাজে বিড না করাই ভাল। আবার দ্বিতীয় কাজে দেখুন ডলার সাইন আছে, মানে এনার পেমেন্ট মেথুড ভেরিফাইড এবং ডলার সাইন এর ভেতর আমরা সবুজ রং দেখতে পাচ্ছি, এর মানে হল ক্লাইন্ট এর আগে তার কনট্রাক্টরকে বেশ কিছু ডলার পেমেন্ট করেছেন। তিনি যত বেশি ডলার পে করবেন এই সবুজ দাগ তত বেড়ে যাবে। আবার ওনার দেখুন স্টার র্মাক রয়েছে একদম পাচে পাচ। মানে ক্লাইন্ট খুবই ভাল এবং আপনি র্নিভয়ে এই ক্লাইন্টের কাজে বিড করতে পারেন। এইভাবে ক্লাইন্ট বাছাই করুন। আর যদি আরও জানতে চান, আমাদের সাইট প্রকাশিত অনালাইনে আয়ের উপর বাংলা ভাষায় বানানো ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখতে পারেন। তবে চেষ্টা করবেন ইউএসএ, কানাডা, যুক্তরাজ্য, অসট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের ক্লাইন্টের কজে বিড করবেন।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

আমাদের সাইটের ঠিকানা- **http://it-bari.com**

আপনি কি অনলাইনে আয় করতে আগ্রহী?

“বুঝতে পারছেন না কিভাবে কি করবেন এবং কোথা থেকে শুরু করবেন?”

তাহলে নিচের আর্টিকেলটি পড়ুন। এটি আপনার জন্যই !

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

নতুনরা অনলাইনে আয় করুন সঠিক উপায়ে !

তরুণরা পড়াশুনা এবং দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সিং করে অনলাইনে থেকে আয় করতে পারেন। কোন প্রকার ইনভেস্টমেন্ট এর প্রয়োজন নেই। শুধু জানা দরকার কাজ। ফ্রীল্যান্সিং এ নতুনদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ এবং সহজ উপায় হল **Search Engine Optimization** এর কাজ শেখা। এটি শিখতে কম সময় লাগে এবং সহজ। একটু চেস্টা করলে আপনিও করতে পারেন ফ্রীল্যান্সিং। যা থেকে মাসে ১০০-৫০০০ ডলার আয় করা সম্ভব। দশ হাজার টাকা সমমূল্যের প্রাতিষ্ঠানিক এসইও এর কোর্স এখন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই শেখা সম্ভব। সেই জন্যই আইটি বাড়ি আপনাদের পূর্ণাঙ্গরূপে এসইও শেখা এবং অনলাইনে আয়ের গাইডলাইন টিউটোরিয়াল দিচ্ছে মাত্র ৪০০ টাকায়! এটি দেখে সম্পূর্ণ রূপে এসইও এর কাজ শেখা যাবে এবং কাজ শিখে কিভাবে কাজ করে আয় করবেন তার বিস্তারিত ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে এই ডিভিডি এ। সবগুলো ভিডিও বাংলা ভাষায় এবং অত্যন্ত সহজভাবে বিস্তারিত করে তৈরি যাতে নতুনরা বুঝতে এবং কাজ শিখে কাজ করতে পারেন।

প্রত্যেকটি কাজ হাতে কলমে করে দেখানো রয়েছে ফলে আপনাকে কষ্ট করে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স করতে হবে না। ঘরে বসেই আপনি কাজ শিখতে এবং কাজ করে আয় করতে পারবেন। সাথে যে কোন সমস্যায় হেল্প পাবেন।

বেকার বসে না থেকে কাজ শিখুন, অনলাইনে আয় করুন। নিজেকে গড়ুন, দেশকে গড়তে সহায়তা করুন।

বিস্তারিত জানতে এখনই ভিজিট করুন- **www.it-bari.com**
ফেসবুকে আমাদের লাইক করুন- **www.facebook.com/itbari**
ফেসবুক গ্রুপে আজই যোগ দিন আর অনলাইনে আয় সংক্রান্ত বিভিন্ন হেল্প এবং টিপস পান-
www.facebook.com/groups/itbari

ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের টিউটোরিয়াল দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রীতে!!-
www.youtube.com/itbari

=> মনে রাখবেন, অনলাইনে আপনাকে কাজ শিখেই তবে কাজ করে আয় করতে হবে। শুধু ৫-১০ হাজার টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে ঘরে বসে বসে ক্লিক করে আয় করা সম্ভব নয়। এমন করলে ধরা আপনাকে খেতেই হবে। কাজেই, যারা আপনাকে প্রথমে ইনভেস্ট করে ক্লিক করে আয় করার কথা বলে সেই সকল প্রতারকদের হাত থেকে সাবধান থাকুন।

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

আজ এইটুকুই থাকল। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন৷ আজকের এই ই-বুক এর একটাই উদ্যেশ্য যাতে করে, নতুনরা ক্যারিয়ার শুরু করার আগেই যেন ধরা না খান বা কাজ করতে গিয়ে ভুল পথে এগিয়ে হতাশ না হয়ে পরেন। কাজেই প্রথম থেকেই সব সঠিক তথ্য জানুন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করুন দেখবেন কোথাও আটকাতে হবে না ইনশাআল্লাহ্।

"আগামী খন্ডে আলোচনা করব কিভাবে বিড করবেন, কাজ কিভাবে করবেন এবং টাকা কিভাবে পাবেন।"

=>> বইটি সম্পর্কে মতামত দিন। আমাদের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুকে গিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত দিন। আপনাদের বিডব্যাকই আমাদের অনুপ্রেরণা।

আমাদের ওয়েবসাইট- http://it-bari.com
ফেসবুক পেইজ- http://facebook.com/itbari
ফেসবুক গ্রুপ- http://facebook.com/groups/itbari
ইউটিউব চ্যানেল- http://youtube.com/itbari

আগামী খন্ডের আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

---------- আল্লাহ্ হাফিজ ----------

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

নতুনদের জন্য একদম শুরু থেকে অনলাইনে আয় গাইডলাইন।

পর্ব-০৪

বইটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য দেয়া হয়েছে । কোন রুপ এডিট কিংবা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

একমাত্র কপিরাইট- http://it-bari.com

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

সুচনা ঃ

এর আগের তিনটি খন্ডে ফ্রীল্যান্সিং এর বেসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারনা, কোথায় কাজ পাবেন, কি কাজ পাবেন এবং খুটিনাটি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যারা এই খন্ড প্রথম দেখছেন অবশ্যই আমাদের সাইট থেকে আগের পার্ট তিনটি দেখে নিন। আজকের পার্টে থাকছে কিভাবে কাজে বিড করবেন, কাজ পাবেন কিভাবে, টাকা কিভাবে পাবেন।

কিভাবে বিড করবেন??

আগেই বলেছি, ফ্রীল্যান্সিং করতে গেলে আপনাদের আগে বিভিন্ন ফ্রীল্যান্সিং সাইট যেমন- **odesk.com, freelancer.com** ইত্যাদিতে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং অ্যাকাউন্ট খোলার পর আপনার প্রোফাইল ১০০ ভাগ পূর্ণ করতে হবে। তারপর আপনার বিড করার পালা শুরু হবে। বিড করা কি সেটা আগেই বলেছি, বিড করার অর্থ হল কাজের জন্য আবেদন করা। ব্রাউজ ওয়ার্ক এ গেলেই আপনি কাজের তালিকা দেখতে পাবেন, সেখান থেকে আপনার পছন্দ মত আপনি যেই যেই কাজ পারেন সেই সব কাজ বেছে নিবেন এবং সেই কাজটি করার জন্য আপনাকে আগে বিড করতে হবে মানে কাজটি আপনি করতে পারবেন কিনা তার জন্য ক্লাইন্ট এর কাছে আবেদন করতে হবে। এরপর ক্লাইন্ট আপনাকে যদি সিলেক্ট করে তাহলে আপনি কাজটি করতে পারবেন। তো চলুন দেখে নেই কিভাবে কাজের জন্য বিড করতে পারবেন। আগেই বলে রাখি, ওডেস্কে আপনি ১০০ ভাগ পূর্ণ প্রোফাইল নিয়ে প্রতি সপ্তাহে ১৫ টি বিড করতে পারবেন, আর ফ্রিল্যান্সার এ আপনি প্রতি মাসে ৬০ টি বিড করতে পারবেন, ইল্যান্স এ পারবেন ৪৮

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

টি বিড করতে প্রতি মাসে। আমি কিন্তু ব্যাক্তিগত ভাবে ফ্রীল্যান্সার.কম এবং ইল্যান্স এ কাজ করি না, তাই এদের এই বিড করার সংখ্যাটা একটু এদিক ওদিক হতে পারে। অবশ্য আপনার কয়টা বিড বাকি আছে তা আপনি আপানার অ্যাকাউন্টে লগিন করলেই দেখতে পারবেন। কথা না বাড়িয়ে চলুন দেখি কিভাবে কাজে বিড করবেন। প্রথমে আপনার অ্যাকাউন্টে লগইন করুন, এরপর ফাইন্ড ওয়ার্ক এ ক্লিক করুন, এবং যে কোন একটি কাজের নামের উপর ক্লিক করুন, এরপর **Apply To This Job** এ ক্লিক করুন।

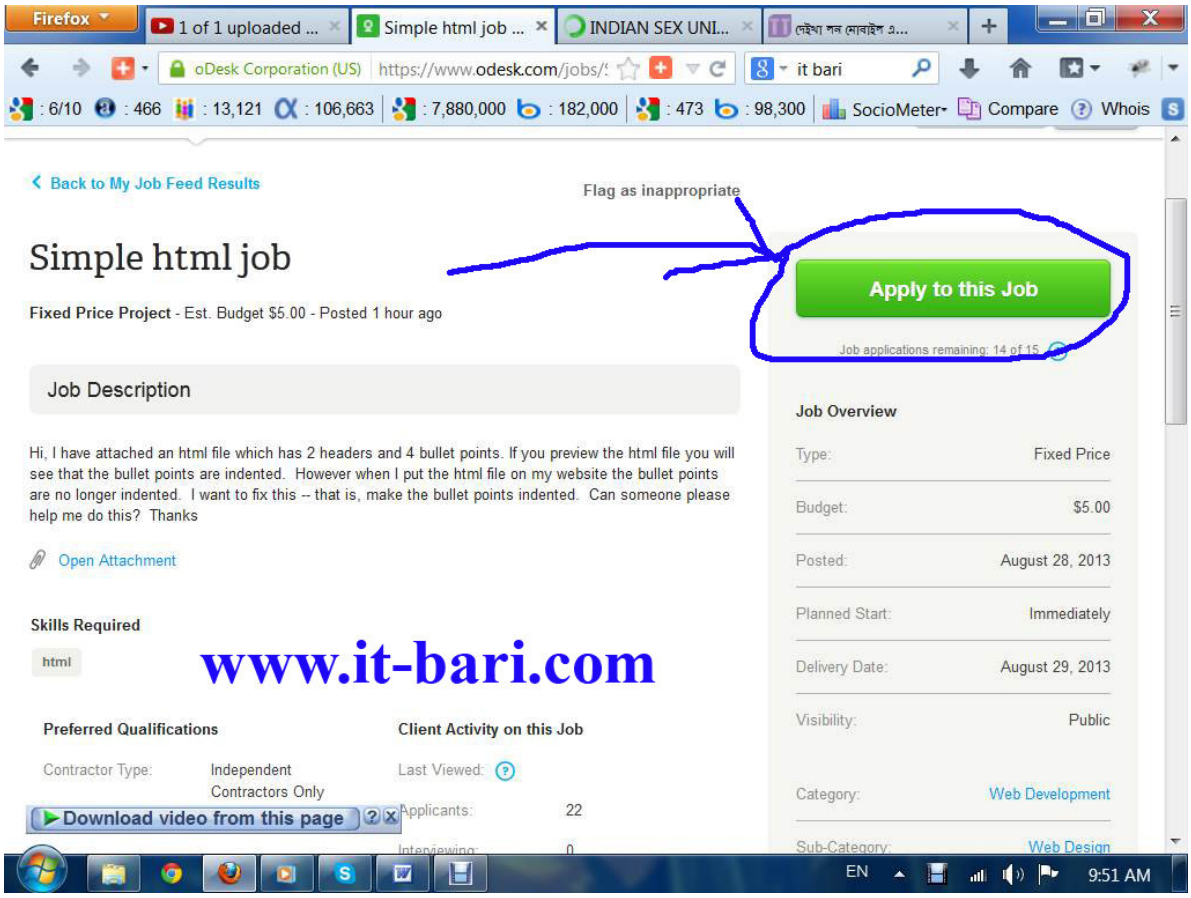

তারপর আপনার সামনে বিড করার কভার লেটার লেখার জন্য পেইজ আসবে। একদম নতুনরা হয়ত জানেন না কভার লেটার কি? কভার

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

লেটার হল আপনি যে, কাজের জন্য বিড করছেন এর জন্য কিছু একটা লিখে ক্লাইন্ট এর কাছে আবেদন করতে হবে, আপনি যে কথাটা ক্লাইন্টকে লিখে জানাবেন সেটাই হল কভার লেটার। বিড করার সময় আপনি কত ডলারের বিনিময়ে কাজ করবেন সেটা দিয়ে দিতে হবে। ঘন্টা হিসেবে হলে প্রতি ঘন্টা কত রেটে কাজ করবেন সেটা দিবেন, আর যদি ফিক্সড প্রাইজের কাজ হয় তাহলে মোট কত ডলারের বিনিময়ে কাজ করবেন সেটা দিবেন। অবশ্য এ নিয়ে আগের পার্টেই আলোচনা করা হয়েছে।

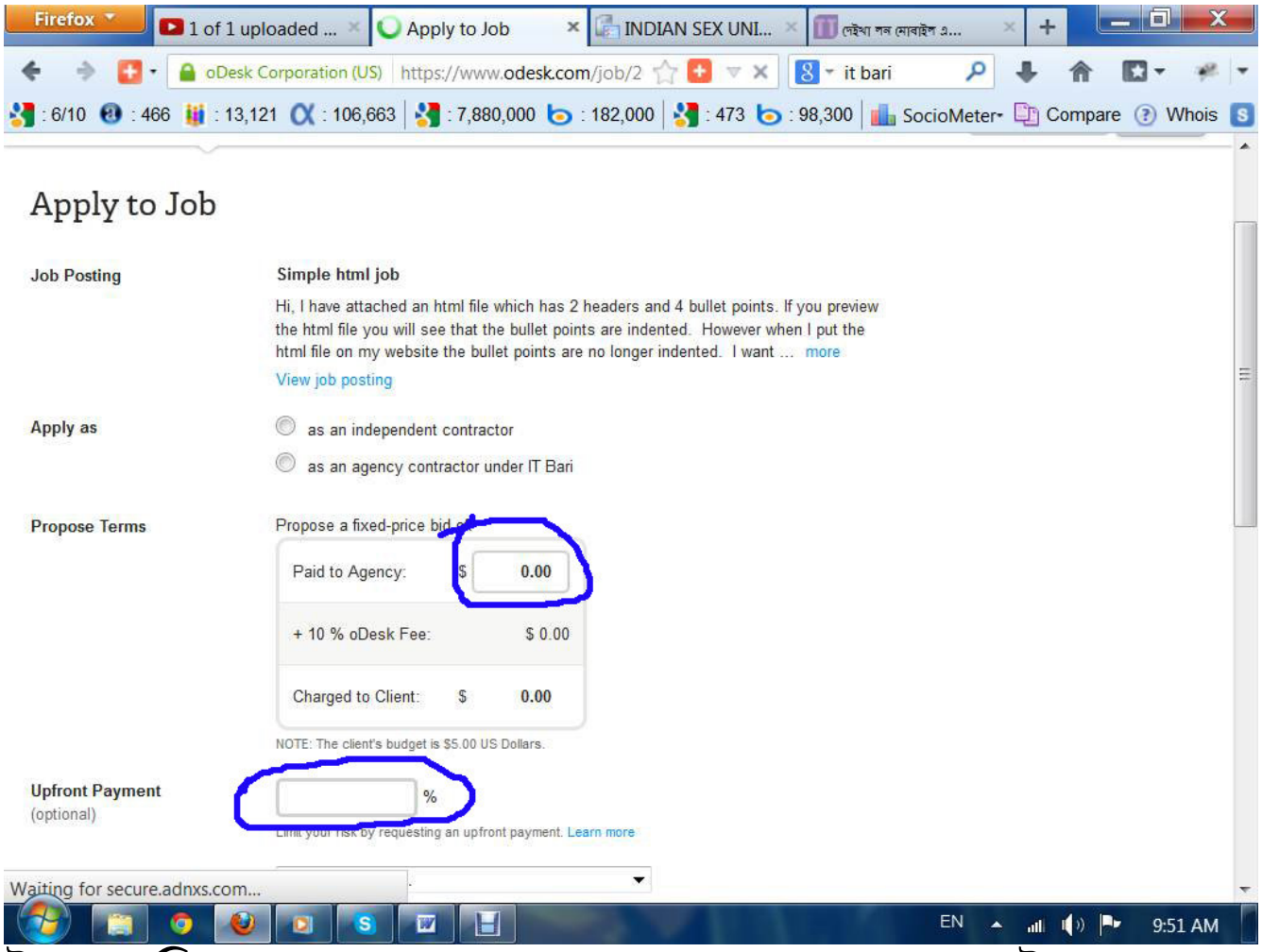

উপরের ছবিতে আপনারা Up front payment দেখতে পাচ্ছেন, এটা শুধু মাত্র ফিক্সড প্রাইজ কাজের জন্য হয়ে থাকে। এখানে আপনি

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

আপনার কাজের একটা নির্দিষ্ট % আগে থাকতেই দাবী করতে পারেন, মানে আপনার ক্লাইন্ট যদি আপনাকে কাজটি দেয় তাহলে আপনাকে আগে অত ভাগ ডলার পে করে দিতে হবে। কাজে বুঝতেই তো পারছেন যদি এই upfornt payment ১ % এর বেশি দেন তাহলে কাজ না পাওয়ার সম্ভাবনাই কম। এর পর নিচে যে বড় ঘরটা থাকবে সেখানে কভার লেটার লিখতে হবে।

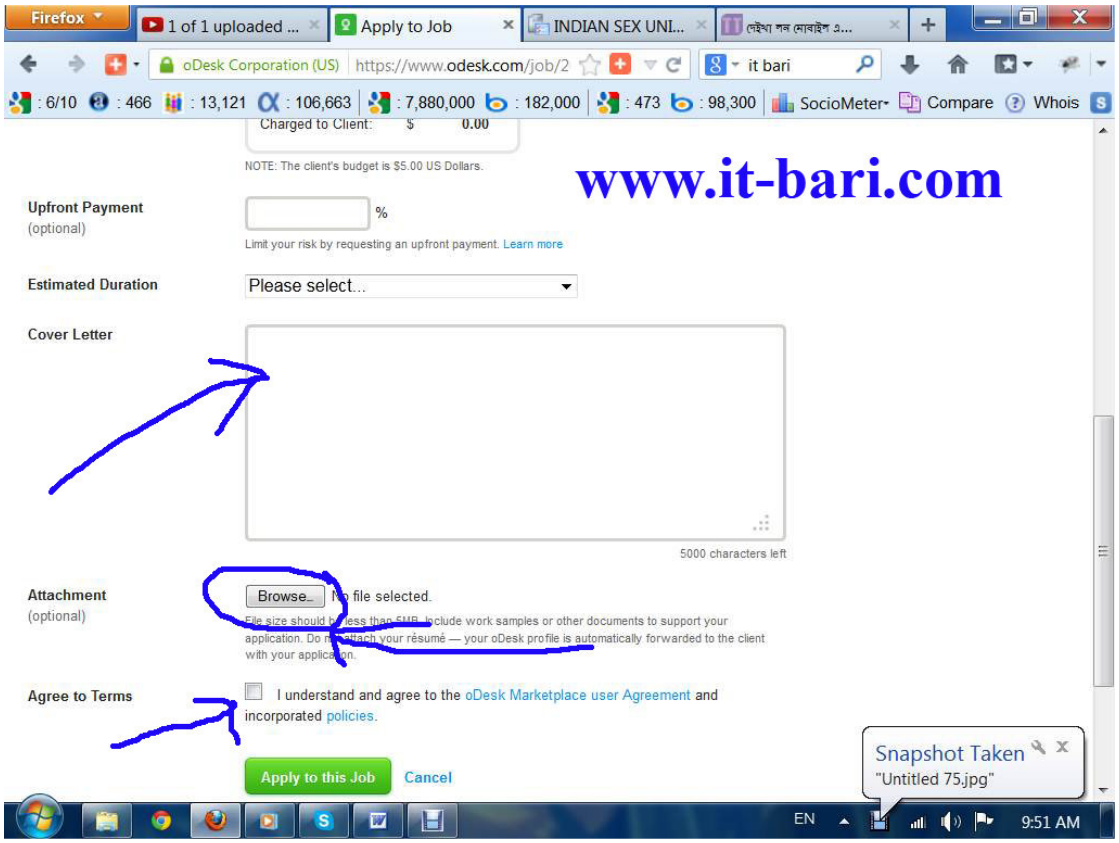

নতুনদের জন্য ভাল মানের কভার লেটার লেখাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এখানে আপনি কি লিখবেন এর উপরই কিন্তু আপনি কাজ পাবেন নাকি পাবেন না এটা নির্ভর করে। কাজেই ভাল মানের এবং টেকনিক্যালি কভার লেটার লেখাটা অতি জরুরি।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

কাজেই শুধুমাত্র নতুনদের জন্য কাভার লেটার লেখার কিছু ট্রিক দিলাম।

কভার লেটার লিখার কিছু টিপস ঃ

১. কভার লেটার ছোট করুন

২. কভার লেটারে শুধুমাত্র ক্লাইন্টের কাজ রিলেটেড কথাই লিখুন।

৩. ফালতু বা আজাইরা কোন কথা লিখবেন না

৪. এমন ভাব করবেন না যেন কাজটা না পেলেই নয়

৫. স্বাভাবিকভাবে লিখুন যেমনটি আপনি কারও কাছে আবেদন করছেন, তবে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অযথা একে বড় করার কোন প্রয়োজন নেই।

৬. অনেক সময় দেখবেন ক্লাইন্ট এর পুরো কাজের র্বণনা আপনি পড়েছেন কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য ক্লাইন্ট আপনাকে আপানার বিডের প্রথমে কোন কিছু লিখে দিতে বলতে পারে, সেটা খেয়াল করুন

৭. কখনই ক্লাইন্ট এর পুরো র্বণনা না পরে বিড করবেন না।

৮. বিড করার সময় কোন রুপ তাড়াহুড়া করবেন না, সব সময় মাথায় রাখবেন যে, যদি ২ মিনিট সময় বেশি নিয়েও বিড করে যদি কাজটি পেয়ে যান তাহলে সেটা আপনার লাইফ কেই চেঞ্জ করে দিতে পারে

৯. বিড করার আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, এই কাজটি কি ধরনের হতে পারে এবং কি কথা লিখলে ক্লাইন্ট বিশ্বাস করবে যে আপনি কাজটি করতে পারবেন, আর এই কথাটা আপনাকে দুই এক লাইনে ক্লাইন্টকে বুঝিয়ে দিতে হবে আর এই জন্য যথেষ্ট চিন্তা করে নিন

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

১০. সবার শেষ এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্বর্পূণ যে ট্রিক তা হচ্ছে, ক্লাইন্টকে বিড করার সাথে সেই কাজের রিলেটেড কোন **attachment** জুড়ে দিন। এই জন্য আপনাকে আগে থাকতেই **microsoft word** বা **excel** এ আপনি যেই ধরনের কাজ করেন সেই ধরনের কাজের একটি নমুনা বানিয়ে রাখুন, ঐ একই নমুনা ঐ সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে বিড করার সময় সাবমিট করুন। দেখবেন সফলতা পাবেনই ইনশাআল্লাহ্। আর হ্যাঁ, বিড করার সময় খেয়াল রাখুন, ঐ ক্লাইন্ট এর জায়গায় যদি আপনি থাকতেন তাহলে কাকে কাজ দিতেন, বিডে কি লিখলে আপনি কাজ দিতেন। ঠিক তাই লিখুন। এক্ষেত্রে আপনিই আপনার বড় বন্ধু এবং গাইড। পারলে শুধু লিখে দিন, আমি এই কাজ পারি এই দেখুন প্রমান, (সাথে আপনার কাজের একটি নমুনা যোগ করে দিন।) তারপর দেখুন কাজ হয় কিনা ??

এই তো গেল কভার লেটার লিখার কাহিনি এখন কাজটি পেলাম কিনা কিভাবে বুঝবেন ??

আসলে প্রায় সব ক্লাইন্টই কাজ আপনাকে দেয়ার আগে আপনার সাথে মেসেজে কথা বলবে। ভয় পাবার কিছুই নাই, কোন কাজে বিড করার পর যদি ক্লাইন্ট আপনাকে মেসেজ পাঠায় তাহলে আপনি ওডেস্কে লগইন করার পরই আপনার ক্লাইন্টের মেসেজ দেখতে পাবেন। এই জন্য চেষ্টা করবেন যথাস্মভব খোজখবর রাখার জন্য। আর ক্লাইন্ট যদি একবার মেসেজ পাঠায় তখন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবেন। তা না হলে কাজ নাও পেতে পারেন। মেসেজে ক্লাইন্ট আপনাকে হয়ত কোন কিছু করে দিতে বলবে এটা বোঝার জন্য যে,

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

আপনি কাজটি পারেন কিনা। ক্লাইন্টের এই টেস্টে যদি পাশ করেন তাহলে কাজটি পেয়ে যাবেন। আর কোন কন্ট্রাক্ট আপনি পেলে আপনার অ্যাকাউন্টে এর নোটিফিকেশান পাবেন, সাথে সাথে ই-মেইল এও এর আপডেট পাবেন। আসলে ব্যাপারটা এত জটিল না, শুধু শুনতেই জটিল মনে হয়, আসলে যখন এটা করবেন তখন আপনি ঠিকই বুঝতে পারবেন। শুধু মনে সাহস রাখুন। মনে রাখবেন, অনলাইনে আয়ে সবচেয়ে বড় যে বাধা থাকে সেটা হল, আপনার হতাশা, তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাওয়ার তুমুল ইচ্ছা এবং একটু হোচট খেলেই হাল ছেড়ে দেয়া। এই জিনিসগুলো অতিক্রম করতে পারলেই আপনি সফল হতে পারবেন। আর হ্যাঁ অবশ্যই স্রষ্টার উপর ভরসা রাখবেন কারন অনলাইনে প্রথম কাজ পেতে অনেকেটা কপালও কিন্তু লাগে। তবে ট্রিক কিন্তু থাকতেই হবে। চেষ্টা করলেই ভাগ্য বদলানো সম্ভব।

কিছু অতিরিক্ত তথ্যঃ

অনেকেই হয়ত মনে মনে প্রশ্ন করছেন, কাজটা যে করব সেটা কিভাবে হবে, আসলে এটা কোন কঠিন ব্যাপারই না, ক্লাইন্ট আপনাকে বলে দিবে আপনাকে কি করতে হবে এবং তার জন্য যা যা লাগবে তাও তিনি দিয়ে দিবেন, আপানার শুধু দরকার হবে ঐ কাজ রিলেটেড সফটওয়্যার, এবং কাজটি কিভাবে করবেন সেটা জানা। ব্যাস এই ভাবে কাজ করবেন, আর ক্লাইন্ট শেষে যেটা চান মানে কাজের যেই ডকুমেন্টস চান সেটা দিয়ে দিবেন। আর কাজটা যদি ঘন্টা হিসেবে হয় তাহলে ওডেস্ক থেকে টাইম ট্র্যাকার নামে একটা সফটওয়্যার আছে,

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

সেটা ডাউনলোড করে ওপেন করবেন, তারপর লগিন করবেন।

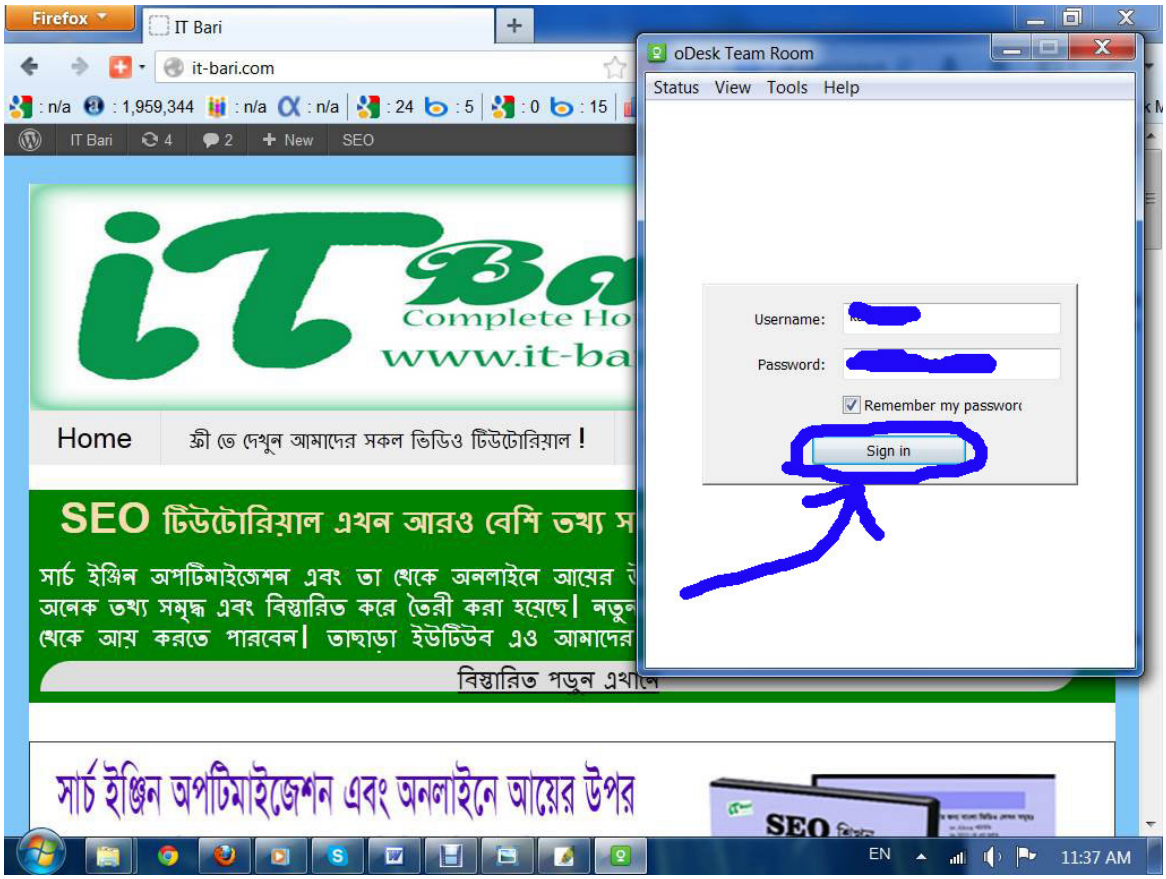

তারপর আপনি টাইম ট্র্যাকিং এ স্টার্ট এ ক্লিক করলেই আপনার টাইম গণনা শুরু হয়ে যাবে, তবে আপনার কিন্তু এখানে ফাকি দেয়ার কোন সুযোগ নেই, কারন এই সফটওয়্যার চালু করলে ৫,১০,১১,১৩ মিনিট ইত্যাদি অনির্দিষ্ট সময় পর পর আপনার কম্পিউটারের স্ক্রিন এর ছবি উঠবে, যেটা ক্লাইন্ট দেখতে পাবেন, ফলে আপনি যদি ক্লাইন্ট এর কাজ না করে শুধু সময় পার করার জন্য অন্য কিছু করেন তাহলে ধরা খেয়ে

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

যাবেন। তাই সর্তক হন।

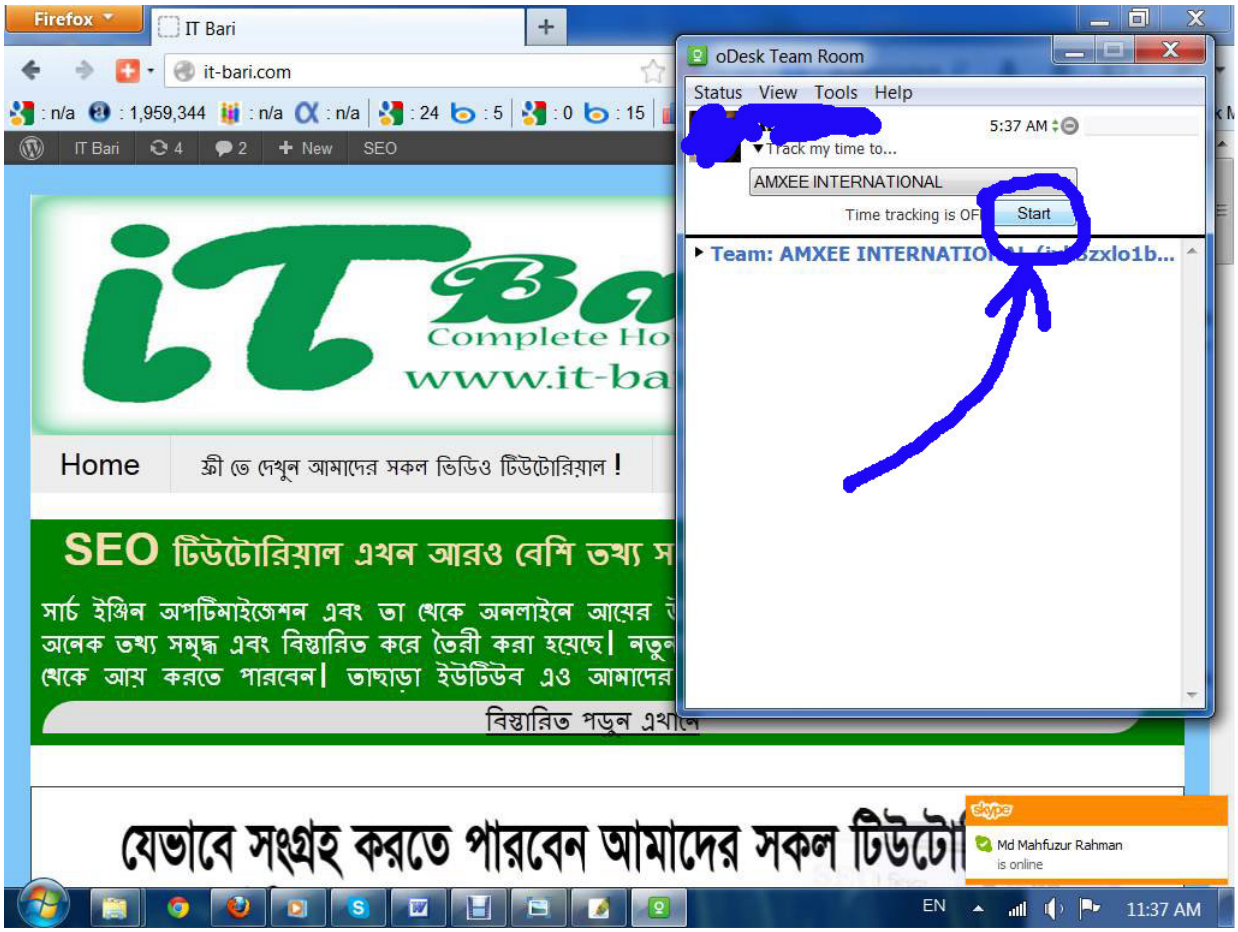

এভাবে কাজ করার পর আপনি যত ঘন্টা কাজ করবেন তা আপনি আপনার অ্যাকাউন্টে দেখতে পাবেন। এবং এই সপ্তাহের কাজের বিল আপনি আগামী সপ্তাহে পাবেন। এইভাবে একটি কাজ শেষ হলে ক্লাইন্ট আপনাকে একটি ফিডব্যাক দিবে, এবং আপনারও ক্লাইন্টকে একটি ফিডব্যাক দিতে হবে। এই ভাবে একটি কাজ সর্ম্পূণ হবে।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সর্ম্পূণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

টাকা তুলবেন যেভাবে ঃ

এই ভাবে অ্যাকাউন্টে ডলার জমা হলে আপনি টাকা তুলতে পারবেন। আসলে ইচ্ছা ছিল টাকা তোলার পুরো প্রসেস টা আপনাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল এর মাধ্যমে দেখানোর জন্য কিন্তু এতে সিকিউরিটির চরম ঝুকি থাকার জন্য লিখেই দিতে হচ্ছে। ওডেস্কে টাকা তোলার কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই, আপনি ২ ডলারও তুলতে পারবেন, কিন্তু ৩০ ডলার এর নিচে যদি টাকা তুলেন তাহলে মনে হয় তেমন একটা সুবিধা হবে না, কারন প্রথম অবস্থায় আপনার কিছু ডলার চার্জ হিসেবে কাটা যাবে। আসল কথায় আসি, আপনি মানি বুকারস (Skrill) এর মাধ্যম টাকা তুলতে পারবেন। কিন্তু প্রতি ট্রাঞ্জেকশান এ আপনার ১ ডলার করে চার্জ কাটা যাবে। এর জন্য আপনাকে **www.moneybookers.com** এ গিয়ে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এর নাম দিয়ে একটি অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে, এবং অ্যাকাউন্ট খোলা হয়ে গেলে, **Add a Bank Account** এ গিয়ে আপনার ব্যাংক এর ইনফরমেশন দিতে হবে। সব তথ্য ঠিকঠাক মত দিবেন। সব ঠিকঠাক থাকলে ৩ দিনের মধ্যে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইড হয়ে যাবে, এর পর আপনার ওডেস্কের ডলার আপনি **Moneybookers** মানে **Skrill** এর মাধ্যমে **Withdraw** করবেন। ফলে এই ডলার আপনার ওডেস্ক থেকে **Moneybookers** এ চলে যাবে। এরপর আপনি মানি বুকারস এর অ্যাকাউন্টে ডলার দেখতে পাবেন। এই ডলার এখন আপনি সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তুলতে পারবেন। টাকা আসতে দুই থেকে তিন দিন লাগতে পারে।

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

সরাসরি ওডেস্ক এর টাকা ডাচ বাংলা ব্যাংক এর মোবাইল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঃ

আপনি চাইলে ওডেস্ক থেকে সরাসরি আপনার ডাচ বাংলা ব্যাংক মোবাইল ব্যাংক এর অ্যাকাউন্টেও টাকা তুলতে পারেন। এটা কিভাবে করবেন তা আমার সাইটে দেয়া আছে, আর লিখতে ইচ্ছে করছে না, সরাসরি আমার সাইট থেকে দেখে নিন -

লিংক- **http://it-bari.com/?p=93**

এইভাবেই হয়ে থাকে পুরো প্রসেস। তবে টাকা আসতে ৩-৭ দিনও লাগতে পারে।

আপনি কি অনলাইনে আয় করতে আগ্রহী?

"বুঝতে পারছেন না কিভাবে কি করবেন এবং কোথা থেকে শুরু করবেন?"

তাহলে নিচের আর্টিকেলটি পড়ুন। এটি আপনার জন্যই !

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

নতুনরা অনলাইনে আয় করুন সঠিক উপায়ে !

তরুণরা পড়াশুনা এবং দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ফ্রীল্যান্সিং করে অনলাইনে থেকে আয় করতে পারেন। কোন প্রকার ইনভেস্টমেন্ট এর প্রয়োজন নেই। শুধু জানা দরকার কাজ। ফ্রীল্যান্সিং এ নতুনদের জন্য সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ এবং সহজ উপায় হল **Search Engine Optimization** এর কাজ শেখা। এটি শিখতে কম সময় লাগে এবং সহজ। একটু চেস্টা করলে আপনিও করতে পারেন ফ্রীল্যান্সিং। যা থেকে মাসে ১০০-৫০০০ ডলার আয় করা সম্ভব। দশ হাজার টাকা সমমূল্যের প্রাতিষ্ঠানিক এসইও এর কোর্স এখন ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার মাধ্যমে ঘরে বসেই শেখা সম্ভব। সেই জন্যই আইটি বাড়ি আপনাদের পূর্ণাঙ্গরূপে এসইও শেখা এবং অনলাইনে আয়ের গাইডলাইন টিউটোরিয়াল দিচ্ছে মাত্র ৪০০ টাকায়! এটি দেখে সম্পূর্ণ রূপে এসইও এর কাজ শেখা যাবে এবং কাজ শিখে কিভাবে কাজ করে আয় করবেন তার বিস্তারিত ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে এই ডিভিডি এ। সবগুলো ভিডিও বাংলা ভাষায় এবং অত্যন্ত সহজভাবে বিস্তারিত করে তৈরি যাতে নতুনরা বুঝতে এবং কাজ শিখে কাজ করতে পারেন।

প্রত্যেকটি কাজ হাতে কলমে করে দেখানো রয়েছে ফলে আপনাকে কষ্ট করে কোন প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক কোর্স করতে হবে না। ঘরে বসেই আপনি কাজ শিখতে এবং কাজ করে আয় করতে পারবেন। সাথে যে কোন সমস্যায় হেল্প পাবেন।

বেকার বসে না থেকে কাজ শিখুন, অনলাইনে আয় করুন। নিজেকে গড়ুন, দেশকে গড়তে সহায়তা করুন।

বিস্তারিত জানতে এখনই ভিজিট করুন- **www.it-bari.com**
ফেসবুকে আমাদের লাইক করুন- **www.facebook.com/itbari**
ফেসবুক গ্রুপে আজই যোগ দিন আর অনলাইনে আয় সংক্রান্ত বিভিন্ন হেল্প এবং টিপস পান-
www.facebook.com/groups/itbari

ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের টিউটোরিয়াল দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রীতে!!-
www.youtube.com/itbari

=> মনে রাখবেন, অনলাইনে আপনাকে কাজ শিখেই তবে কাজ করে আয় করতে হবে। শুধু ৫-১০ হাজার টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে ঘরে বসে বসে ক্লিক করে আয় করা সম্ভব নয়। এমন করলে ধরা আপনাকে খেতেই হবে। কাজেই, যারা আপনাকে প্রথমে ইনভেস্ট করে ক্লিক করে আয় করার কথা বলে সেই সকল প্রতারকদের হাত থেকে সাবধান থাকুন।

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

“এরই মাঝে শেষ হল এই ধারাবাহিক ই-বুক এর সকল খণ্ড। আশা করি সবার ভাল লেগেছে”

“ আশা করি সবাই এখন বুঝতে পরে গেছেন ফ্রীল্যান্সিং এর নাড়ি নক্ষত্র। বইটি আমি যথেষ্ট বিস্তারিত এবং সোজা করার চেষ্টা করেছি। ভাল লেগেছে আশা করি। এখন আপনাদের সময় হয়েছে কাজ শেখার, কাজ শিখুন এবং অনলাইনে আয়ের দিকে আগান।”

বইটি লেখার একটাই উদ্যেশ্য ঃ বইটি লিখার একটাই উদ্যেশ্য এমন কিছু কথা আপনাদের বলা যা কেউ কোনদিন আপনাদের বলবে না আর এই জিনিস গুলো যিনি নিজে কাজ করেন নাই তিনি জানবেনও না। তাই আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে নতুনদের জন্য আমার এই ই-বুক উপহার রইল।

=>> বইটি সম্পর্কে মতামত দিন। আমাদের ওয়েবসাইটে অথবা ফেসবুকে গিয়ে আপনার মূল্যবান মতামত দিন। আপনাদের বিডব্যাকই আমাদের অনুপ্রেরণা।

আমাদের ওয়েবসাইট- http://it-bari.com
ফেসবুক পেইজ- http://facebook.com/itbari
ফেসবুক গ্রুপ- http://facebook.com/groups/itbari
ইউটিউব চ্যানেল- http://youtube.com/itbari

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

Only Copyright: © http://it-bari.com All rights reserved

---------- আল্লাহ্ হাফিজ ----------

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, এডিট বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ